CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 July, 2024 ■ আগরতলা ১৫ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ৩০ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সপ্তহব্যাপী ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তার ইতিহাস তুলে ধরার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রবিবার থেকে পুরনো হাবলিতে শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী ঐতিহ্যবাহী খার্চিপূজা ও মেলা।

এদিন পুরানো হাবেলি কৃষ্ণমালা মঞ্চে সাত দিনব্যাপী খার্চি উৎসবের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন খার্চি পূজা এবং মেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক তথা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল, অমিত নন্দী সহ অন্যান্যরা।মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যের জাতি উপজাতির মিলন উৎসবের সাফল্য কামনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী পূজা এবং অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ প্রকৃতির পূজারী ছিলেন। রাজারা প্রকৃতিকে ভালবাসতেন পূজা করতেন। সেই সঙ্গে তিনি তুলে ধরলেন খার্চি পূজার ইতিহাস সম্পর্কে। সব সময় তিনটি দেবতার পূজা হয়ে থাকে। উৎসবের সময় বাকি সবগুলির পূজা হয়। প্রতিটি দেবতাই মস্তক পুজিত হয়। এগুলি অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত। এইসব ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানাতে হবে। তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। তিনি উৎসবকে কেন্দ্র করে কমিটির উদ্যোগে সবুজায়নের বার্তার প্রশংসা করেন। মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী খার্চি পূজার ইতিহাস তুলে ধরেন। এবছর খার্চি উৎসবে অন্যান্য বছরে তুলনায় রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া বলেন একসময় নেপালের পর বিশ্বের মধ্যে ত্রিপুরাই হিন্দু রাষ্ট্র ছিল। ত্রিপুরার রাজারা বহু দেশ ঘুরে সাড়ে ৫০০ বছর আগে থেকেই সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেন অনেকে দুর্গাপূজাকে বাঙালি উৎসব বলে আলাদা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ১৫০ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজার সূচনা হয়েছিল। অথচ সাড়ে ৫০০ বছর আগেই ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তৈরি হয়েছিল। ত্রিপুরার জনজাতিরা সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিধায়ক জমাতিয়া আরো বলেন, গত ৪০ থেকে ৪৫ বছর আগে থেকে ত্রিপুরাতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। হিন্দু সনাতনীদের থেকে উপজাতিদের অনুষ্ঠান আলাদা করে দেখানো হচ্ছে। এর পেছনে বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী ১৪ দেবতা মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন।

পূজার প্রথম দিনেই খার্চিপূজা ও মেলাকে কেন্দ্র করে ধর্ম প্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরার রাজ পরিবার এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব ও মেলার সূচনা করেছিল। এটি মূলত উপজাতিদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

সপ্তাহব্যাপী মেলা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা প্রাঙ্গণে বহু সংখ্যক দোকানপাট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামেদের ডাকা ১২ ঘন্টার বন্‌ধে তেমন প্রভাব পড়েনি রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএমের দক্ষিণ জেলা পরিষদের চার নম্বর আসনের প্রার্থী বাদল শীল খুনের ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার ১২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধের ডাক দেয় বামফ্রন্ট। বনধকে কেন্দ্র করে রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে বনধের তেমন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। তবে কোনো কোনো স্থানে বনধে আংশিক সাড়া মিলেছে।

বামফ্রন্টের ডাকা ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বনধে রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় কোন ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। বাজারহাট, দোকানপাট, যান চলাচল সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। বনধকে কেন্দ্র করে কোথাও থেকে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মিলেনি।

যদিও বাম ছাত্র যুবরা রাস্তায় নেমে যান চলাচলে বাধা দিলেও তারা ব্যর্থ হয়। রবিবার ছুটির দিন হিসেবে রাজধানীর জনজীবন ছিল স্বাভাবিক। এদিকে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রশাসনের তরফ থেকে শহর ও শহরতলীর সর্বত্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এছাড়াও বামফ্রন্টের ডাকা ১২ ঘন্টা ত্রিপুরা বনধে অন্যান্য জেলাতেও তেমন কোনো সাড়া লক্ষ্য করা যায়নি। কৈলাসহরে দূরপাল্লার গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক ছিল, দোকানপাট খোলা, বাজার হাট সবই খোলা ছিল। তবে বামেদের ডাকা ১২ ঘন্টা রাজ্য বনধে আংশিক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে কুমারঘাট মহকুমায়। বিলোনিয়ায় সিপিআইএম কর্মী বাদল শীলের মৃত্যুর প্রতিবাদে রবিবার গোটা রাজ্যেই ধর্মঘটের ডাক দেয় বিরোধী দল। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমাতেও আংশিক প্রভাব পড়েছে ধর্মঘটে। বন্ধের জেরে এদিন তেমনভাবে রাস্তায় বের হননি মানুষ। খোলেনি দোকানপাটও। অনেকে আবার দোকান খুলে বসলেও ক্রেতা নেই তেমন। কুমারঘাটের ব্যাবসায়ীরা জানালেন একে ছুটির দিন, তার উপর ধর্মঘট, সবমিলিয়ে ক্রেতা নেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রসাদ খেয়ে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু এক ব্যক্তির অসুস্থ ৩৫, আশঙ্কাজনক একজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ জুলাই।। শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে শিব পূজার প্রসাদ খেয়ে বিষক্রিয়ায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আরও ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। যার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার দেওয়ানপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডে অবস্থিত অরুণ নাথের বাড়িতে। গত বৃহস্পতিবার অরুণ নাথের বাড়িতে শিব মন্দির প্রতিস্থাপনের অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের শিব পূজার প্রসাদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রসাদ খাওয়ার পর আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা যার যার বাড়ি ফিরে যান। রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত সকলেই শারীরিক অসুস্থতা বোধ করতে শুরু করেন। তাদের পাতলা পায়খানা, বমি, জ্বর ও মাথা ব্যাথার উপসর্গ দেখা দেয়। তড়িঘড়ি বিভিন্ন এলাকার লোকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার রাত দশটার দিকে ধর্মনগর শাখাই বাড়ি স্থিত হেল কিউর নার্সিং হোমে শলিন্দ্র দেবনাথ (৫৯) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তির বাড়ি দেওয়ান পাশা এলাকায়। ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিকরা রবিবার দেওয়ান পাশার অরুণ নাথের বাড়িতে ছুটে যান এবং বিভিন্ন মশলার প্যাকেট উদ্ধার করেন। তারা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র বিভিন্ন মশলার প্যাকেট ও পাঁচফোড়নের প্যাকেট উদ্ধার হয়েছে। যা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। মৃত ব্যক্তির ছেলে অনিক দেবনাথ ও অসুস্থ ব্যক্তি সুদর্শন নাথ ও আশুতোষ নাথরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার শিব পূজার কাঁচা প্রসাদ ও খিচুড়ী প্রসাদ খাওয়ার পর থেকেই তাদের শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। তাদের ধারনা, প্রসাদে বিষক্রিয়া হয়েছে।

ফুড সেফটি দপ্তরের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বেড়েছে। তারা বলছেন, সচরাচর ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিকদের মাঠে তেমন কোন অভিযান করতে দেখা যায় না। বিভিন্ন হাট-বাজারে মেয়াদোত্তীর্ণ ও নামি-বেনামী খাবারের ছড়াছড়ি। খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে এক ব্যক্তির মৃত্যুর দায় কে নেবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এখন দেখার বিষয় ফুড সেফটি দপ্তর ও মহকুমা প্রশাসন গোটা ঘটনার তদন্তক্রমে কি ভূমিকা পালন করে।

ফের চুরিকান্ড উদয়পুরে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ জুলাই।। আবারো একই রাতে দুই বাড়িতে চুরি কান্ড সংগঠিত করল চোরের দল। ঘটনা মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চন্দ্রপুর ১নং কলোনী এলাকায়। জানা যায় বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে চোরের দল ঘরে প্রবেশ করে টাকা পয়সা সহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালায়।

ঘটনার অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ইতিমধ্যে। প্রসঙ্গত চলতি মাসে উদয়পুর আর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নির্বাচনের কোন পরিবেশ নেই ঃ আশিষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ জুলাই।। রাজ্যে ত্রি- স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের কোন ও পরিবেশ নেই। বিজেপি শাসিত এ রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রহসনে পরিণত হবে। রবিবার উদয়পুর জাতীয় কংগ্রেস দলের রাজ্য সভাপতি আশীষ কুমার সাহা দলীয় কার্যালয় পরিদর্শনে এসে এই কথা বলেন।

তিনি বলেন গত পরশুদিন গভীর রাতে উদয়পুর জামতলাস্থিত গোমতী জেলা কার্যালয়ে বিজেপি আশ্রিত সমাজদ্রোহীরা আগুন লাগিয়ে অফিসের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যায়। থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার যেমন হয়নি তেমনি অফিসের কম্পিউটার সহ মূল্যবান জিনিসগুলো ও উদ্ধার করতে পারেনি।

এই রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনিপুরে জঙ্গি হামলায় নিহত জওয়ান

ইমফল, ১৪ জুলাই (হি.স.) ।। মণিপুরে ফের কুকি জঙ্গিরা আধাসামরিক বাহিনীর গাড়িকে লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। আজ রবিবার সকালে কুকি জঙ্গিদের অতর্কিত হামলায় মৃত্যুবরণ করেছেন সিআরপিএফ-এর জনৈক জওয়ান অজয়কুমার ঝা।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনীত প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি দল। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ঘোষণা দেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আগামী ৮ই আগস্ট ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যে। দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার। সে অনুযায়ী ইতিমধ্যে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা এবং মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

এরমধ্যে রবিবার বিকেলে একই সঙ্গে রাজ্যের ৬০৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬২৭০ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণার পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল প্রদেশ বিজেপি। রবিবার সদর কার্যালয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিনির পাচার ঘিরে ফের উত্তপ্ত বক্সনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। চিনির পাচার ঘিরে ফের উত্তপ্ত বক্সনগর এলাকা। ঘটনায় আহত হয়েছেন এক যুবক। চিনির বস্তা নিয়ে যাওয়ার সময় তার ওপর আক্রমণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে। আহত যুবকের নাম জাফর শরীফ(৩২)।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার সকালে বাজার থেকে চিনির বস্তা কিনে বাড়ি যাচ্ছিলেন তিনি। তখনই এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদ্বিগ্ন মোদী

বন্দুকবাজের গুলিতে রক্তাক্ত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

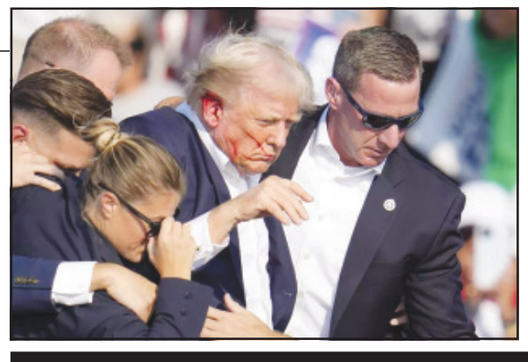

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি. স.)।। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর প্রাণনাশী হামলার চেষ্টার কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লেখেন, আমার বন্ধু, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার খবর শুনে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই হামলার কড়া ভাষায় নিন্দা করছি। রাজনীতি এবং গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই। আশা করছি, তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই হামলায় যে মার্কিন নাগরিক মারা গিয়েছেন, তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। উল্লেখ্য, সেখানকার স্থানীয় সময় শনিবারে পেনসিলভেনিয়ার বাটলারের একটি জনসভায় গিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাঁর কথা শোনার জন্য প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়েছিল। মঞ্চে উঠে কথা বলতে শুরু করেন ট্রাম্প। তখনই ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। দেখা যায়, ট্রাম্পের কানের পাশ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। দ্রুত সেখান থেকে ট্রাম্পকে সরিয়ে নিয়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা। সভাস্থলে আতঙ্কে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়।

এদিকে, চলল গুলি। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। পেনিসেলভেনিয়ার বাটলার শহরে সেখানকার স্থানীয় সময় শনিবারে ঘটনাটি ঘটে। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন হামলার শিকার হন ট্রাম্প। জানা গেছে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৭২ ▫ ১৫ জুলাই ২০২৪ ইং ▫ ৩০ আষাঢ় ▫ সোমবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

খার্চি ঐতিহ্যের অনুসারী

ত্রিপুরার কুলদেবী ত্রিপুরেশ্বরী,কুলদেবতা চতুর্দশ দেবমন্ডলী।ত্রিপুরার আধ্যাত্ম্য ভাবনায় বিশেষ করিয়া এই দুটি ধর্মীয় পরিমন্ডলাশ্রিত দেবদেবীগণের পরিচিতি ভারত সহ বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হয়।চতুর্দশ দেবমন্ডলীর পূজা একত্রে বারোমাস হয়না।মাত্র তিনজন দেবদেবী (মহেশ্বর,বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেবী) বারোমাস পূজা পেলেও বাকী এগারো জনের মূর্তি একটি সিন্দুকে সযত্নে রক্ষিত হয়।চতুর্দশ দেবতার পূজার সময় অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমীতে সকল দেব-দেবীগণ সমবেত ভাবে পূজা পান।চতুর্দশ দেবদেবীর পূজাকে সাধারণ্যে "খার্চি পূজা" নামে অভিহিত করা হয়।এবছর ত্রিপুরা রাজ্যে "খার্চী পূজা" সূচনা হয় ১৪ জুলাই রবিবার।সাতদিন চলিবে এই পূজা।খয়েরপুরস্থিত পুরান হাবেলী বা পুরাতন আগরতলায় যথাযথ ভক্তি-শ্রদ্ধায় এই ঐতিহ্যবাহী পূজা শুরু হয়।এখানে মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য ১১৭০ সনে ত্রিপুরা রাজধানী নিরাপত্তাজনিত কারণে উদয়পুর তথা রাঙামাটি থেকে সরাইয়া আনেন।মহারাজা ধন্যমাণিক্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কূলদেবী ত্রিপুরেশ্বরীকে উদয়পুরে রাখিয়া দিলেও মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য চতুর্দশ দেবতাদের নিয়া আসেন পুরান হাবেলীতে।পরবর্তীকালে মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য (১৮৩০ - ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) চতুর্দশ দেবমন্ডলীকে পুরাতন হাবেলীতে রাখিয়াই রাজধানী আরো পশ্চিমে নয়া হাবেলী তথা নতুন আগরতলায় নিয়া আসেন।সেই সময় আগরগাছের ছায়া ঘেরা ছিলো বলিয়াই এই নগরী "আগরতলা" নামে অভিহিত করা হয়।খার্চি পূজা" করেন চন্তাইরাজা।পূজার এই কয়দিন তিনি রাজন্য শাসনকালে রাজার সমতুল্য মর্যাদা পাইতেন বলিয়াই চতুর্দশ দেবতার প্রধান পূজক "চন্তাইরাজা" নামে অভিহিত হন।স্বাধীনোত্তর কালেও এই মর্যাদা অক্ষুন্ন আছে।তাঁহাকে পূজার কাজে সাহায্য করিবার জন্য থাকেন অচাই,দেওড়াই,নারান,গালিম,বারিফাং,খাফাং,ভাঙ্গিয়া,ইয়াছুক প্রমুখ নামধেয় একদল সহকারী।

ত্রিপুরার উত্তরাংশে বরাক উপত্যকায় কিরাতরাজ্যের অধিপতি ছিলেন মহারাজা ত্রিপুর।দ্রুহ্য বংশীয় এই রাজা মূলত জনজাতি সমাজের একটি বিশেষ শাখাভুক্ত দাম্ভিক রাজা।তাঁহার রাজধানীর নাম ত্রিবেগ নগরী।তিনি নিজেকে ভগবান শিবের চাইতেও অধিক শক্তিধর মনে করিতেন।দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিলোনা।প্রজা পীড়নে সিদ্ধহস্ত এই রাজা শিবের হাতে নিহত হইলে তাঁহার মহিষী হিরাবতী শিবের কাছে পুত্রবর প্রার্থনা করেন।শিবের বরে তাঁহার একটি সর্বসুলক্ষণ,ভক্তিপরায়ন পুত্রের জন্ম হয়।ত্রিলোচন শিবের বরে জন্ম বলিয়াই তাঁহার নাম রাখা হইলো ত্রিলোচন।একদিন মহারাণী হিরাবতী স্নান করিয়া প্রাসাদে ফিরিবার পথে লক্ষ্য করেন এক ভয়ঙ্কর মহিষের ভয়ে চৌদ্দজন দেবদেবী গাছের শাখায় কাঁপছেন।মহারাণীকে দেখিয়াই আত্মায় জল আসিলো।দেবতারা মিনতি জানাইয়া তাঁহাদের রক্ষা করিতে বলেন।তাঁহারা রক্ষার উপায়ও বলিয়া দিলেন।মহারাণী যদি নিজের "রিয়া" তথা বক্ষবন্ধনীটি মহিষের গায়ে ছুড়িয়া দেন তাহা হইলে মহিষ বশীভূত হইবে।দেবগণের কথায় মহারাণী তাই করিলেন।এবার চৌদ্দজন দেবদেবী বায়না ধরিলেন - তাঁহারা প্রাসাদেই বিশ্রাম করিবেন। আর ঐ বশীভূত মহিষের বলি থেকে প্রাপ্ত রক্তে তৃপ্ত হইবেন।মহারাণী তাহাদের মধ্যে মহেশ্বর আছেন জানিয়া এই আবেদনকে আদেশ রূপে গণ্য করিয়া সকলকে রাজপ্রাসাদে নিয়য়া গিয়া কূলদেবদেবীর মর্যাদায় পূজা করিলেন।সেই থেকে ত্রিপুরী বংশীয় রাজগণ চতুর্দশ দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছেন। সেই থেকেই ত্রিপুরায় শুরু হইল ঐতিহ্যবাহী খার্চি পুজো ও মেলা। বিশেষ রীতি মানিয়া শিব, দুর্গা, হরি, লক্ষ্মী, বাগদেবী, কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব এবং হিমাদ্রি এই ১৪ জন দেবদেবী একসাথে পূজিত হন। আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে খার্চি পূজার সূচনা হয়, চলে সাত দিন। ২৬৩ বছরে পা দিল এবার খার্চি।

আজও গান্ধিজিকে নিয়ে আমাদের টানাপোড়েনের যেন শেষ নেই

বরুণ দাস

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিকে নিয়ে আমাদের টানাপোড়ে নের আজও যেন শেষ নেই, একথা স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই। কারণ বাস্তব পরিস্থিতিই এই টানাপোড়েনের জন্ম দিয়েছে নিঃসন্দেহে। স্বাধীনতার আগে তো বটেই, পরেও তাঁকে নিয়ে বিতর্ক-বিড়ম্বনার ঢেউ চলছে এবং এই ঢেউ সহসা থেমে যাওয়ারও নয়। একদল মহাত্মাজিকে নিয়ে যেমন পুজো করেন তো অন্যদল তাঁকে "দুরাত্মা" বলতেও কুণ্ঠিত নন। কে ঠিক আর কে বেঠিক, তার তুল্যমূল্য বিচার-বিশ্লেষণও এই উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধের লক্ষ্য নয়।

কিন্তু পাশাপাশি একথাও সত্যি যে, তাঁকে কোনওভাবে মুছে ফেলাও সম্ভব নয়। তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে। ফলে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয়তা কোনওদিনই সফল হবে না। তাঁকে সমালোচনা বা নিন্দামন্দ করা যায় কিন্তু কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। আর যায় না বলেই তিনি আজও দিব্যি দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের মধ্যেই। মহানগরের ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে লাঠি হাতে নয়, কিংবা তাঁর প্রিয়জন জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আলোকচিত্রে নয়, তিনি আছেন আসলে...

তাহলে কোথায় আছেন তিনি? এর উত্তরে বলতে হয়, তিনি আছেন আমাদের অনেকের মানসলোকের প্রত্যন্ত প্রদেশে। যে প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে কাউকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় না। নিভৃতলোকে তাঁকে আগলে রেখেছেন তাঁর অনুগামীরা। এই "অনুগামী"দের আপনি হয়তো "অন্ধ" বলতে পারেন, "অজ্ঞ" বলতে পারেন কিন্তু অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ এঁদের অনেকেই কিন্তু সমাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ। যে অশেষ শ্রদ্ধা, যে গভীর ভালবাসা তিনি পান, তাকে কোনও মতেই ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবে মহাত্মাজির কোনও কোনও অনুগামী- দের নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কারণ অনেক অনুগামীর যাপনচিত্রের সঙ্গে মহাত্মাজির জীবনের কোনও সাদৃশ্যই নেই। তাঁর জীবত- কালেও এটা দেখা গেছেয মৃতুষর পরও দেখা গেছে। যেমন কেবল জপমালা হাতে নিয়ে ঘুরলেই বৈষ্ণব-ভক্ত হওয়া যায় না, যাপিত জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপও বৈষ্ণব-ভাবধারায় গড়ে তুলতে হয়। ঠিক তেমনই কেবল খদ্দর পরলে ও চরকা কাটলে গান্ধি-ভক্ত হওয়া যায় না, গান্ধিজির অনুগামী হতে গেলে তাঁর আদর্শকে মাথায় নিয়ে চলতে হয়।

ওই আদর্শের সঙ্গে আপস করলে চলবে না। কী তাঁর আদর্শ? অহিংসা, ত্যাগ, সত্য ও ব্রহ্মচর্য। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয়, "ভাল- মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।" কিন্তু আমাদের আপশোস, তাঁর জীবিতকা- লেই তাঁর অনুগামীদের অধিকাংশই তাঁর জীবনাদর্শ থেকে একশো আশি ডিগ্রিচ্যুত হয়েছেন। অথচ মুখে তাঁরা সবাই গান্ধিবাদের কথা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। তাঁর অনুগা- মীদের এই দ্বিচারিতা গান্ধিজিকেও হয়তো বিড়ম্বিত করে তুলেছিল, কিন্তু তিনি তেমন কোনও প্রতিবাদ করতে পারেননি।

এখানে উল্লেখ্য, মুখে অনেকেই গান্ধিজির - প্রতি লোকদেখানো শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা উগরে দেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে এঁদের অনেকেই গান্ধিজির বিপরীত আদর্শে চলেন। গান্ধিজির অনেক অনুগামীদের কথায় ও কাজেই কোনও সমন্বয় নেইৎ আপশোস এখানেই। কিন্তু তা বলে কি গান্ধিজিকে দোষ দেওয়া যায়? কখনওই নয়। অনেকে অবশ্য এজন্য গান্ধিজিকেই দোষারোপ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তিনি কেন তাঁর অসৎ-অনুগামীদের ভণ্ডামির দায় নিতে যাবেন? অবশ্য ব্যতিক্রমী চরিত্রেরও অনেকেই আছেন। এঁদের সংখ্যা যদিও অনেক কম। সে যুগে এবং এ যুগেও। এঁরা গান্ধিজিকে জাতীয় তা কংগ্রেসের শুধুমাত্র একজন পদহীন রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই নয়, প্রকৃত অর্থেই মহাত্মা হিসেবেই জানেন এবং মানেন। শ্রদ্ধা করেন। তাঁর আদর্শ আঁকড়ে ধরে চলার আপ্রাণ চেষ্টাও করেন। এমন কতিপয় গান্ধিভক্তের সঙ্গে এই অবাচীন কলমচির পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। এঁরা সবাই হয়তো এখন বেঁচে-বর্জে নেই। কিন্তু কোনওদিন আপসের পথে হাঁটেননি। আমৃত্যু মেরুদণ্ড টান করে চলেছেন। এজন্য জীবনে কম মূল্য দিতে হয়নি তাঁদের। বলা বাহুল্য, এদেশের নোট ও মুদ্রায় গান্ধিজির ছবি আছে। জাতীয় সংসদ থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন, প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে কেন্দ্রের প্রশাসনিক কার্যালয়, অন্যান্য মন্ত্রীদের দফতর থেকে সরকারি কার্যালয়- সর্বত্র তাঁর প্রতিকৃতি টাঙানো আছে। দেশের প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়ে তাঁর বিশাল মাপের মূর্তিস্থাপন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নামকরণও হয়েছে তাঁর নামে। তাঁর বাণীও অনেক প্রতিষ্ঠানে বাঁধিয়ে রাখা আছে। যেদিকে তাকাই তাঁকে আমাদের চোখে পড়ে। ইচ্ছে থাকলেও তাঁকে এড়িয়ে চলার কোনও উপায় নেই। আসলে উপায় রাখেননি আমাদের মহামান্য সরকার বাহাদুর। স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসে তাঁকে "গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে" স্মরণ ও বরণ করা হয়। এছাড়া ২ অক্টোবর ও ৩১ জানুয়ারি- সরকারি পর্যায়ে তাঁর জন্ম ও মৃতযদিন পালন করা হয়। রাজধানী দিল্লিতে তাঁর নামাঙ্কিত অনির্বাণ শিখা আজও জ্বলে চলেছে। বহু দেশি-বিদেশি গণ্যমান্য ব্যক্তি আজও সেখানে যান তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। বিশেষ দিনগুলিতে তাঁকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে যান মাননীয় রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রী। এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গও। এমনকি, যাঁর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধ ছিল তুঙ্গে, ২৩ জানুয়ারির প্রভাতে সেই বীরযোদ্ধা সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনেও তাঁর ছবি স্থান পায় নেতাজির ছবির পাশটিতে। তাঁর মতো "সম্মান ও গুরুত্ব" খোদ প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও বোধহয় পান না। জাতীয় পর্যায়ে এই "প্রাপ্তি"কে কোনওভাবেই হালকা ভাবে মনে করার কারণ একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাঁর নিন্দামন্দ করার আগে আমাদের ভেবে একবার অন্ততঃ দেখা দরকার, একটা মানুষ কি আর এমনি এমনি এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে?

তাঁকে নিয়ে তর্ক-বিতর্কের পাশাপাশি চর্চাও চর্যা বিদেশের মাটিতে চলছে। তাঁর সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক বিদেশি গবেষণাও করছেন বিদেশের নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিদেশেও তাঁর নামে গুরুত্বপূর্ণ পথ ও তাঁর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। তাঁকে নিয়ে দেশ-বিদেশের এযাবৎ বহু গ্রন্থও লেখা হয়েছে। আর বলতে দ্বিধা নেই, এসবই তাঁর জনপ্রিয়তার অনন্য নজির। একই সঙ্গে বলা যায়, তাঁর গ্রহণযোগ্যতারও অন্যতম প্রধান দিক। এ নিয়ে তাঁর সমালোচকরা যাই বলুন না কেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাঁরা একসময় তাঁর তীব্র সমালোচক ছিলেন, নিন্দামন্দ করেছেন এবং সে কাজ করাটাই তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রধান অঙ্গ ছিল, পরবর্তীকালে সেই বিপরীত রাজনৈতিক চিন্তাধারার মানুষরাও (পড়ুন বামপন্থীরা) তাঁর স্মরণ নিয়েছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এমনকি, তাঁর হত্যাকারী হিসেবে যাঁকে আইনিভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই মতাদর্শের রাজনীতিকরা নিজেরে ভুল স্বীকার না করলেও গান্ধিজিকে নিয়ে টানাটানি করেছেন! "স্বচ্ছ ভারত"-এর প্রচারকার্যে তাঁর চশমাকে ব্যবহার করছেন। অনেকেই জানেন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্যে যাঁর মত ও পথের জন্য আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষ ছেড়ে বিদেশের অনিশ্চিত লক্ষ্যে যাঁর মত ও পথের জন্য আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষ ছেড়ে বিদেশের অনিশ্চিত মাটিতে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ব্রিটিশকে ধাক্কা দিতে "বিতর্কিত বিদেশি শক্তি"র সাহায্য নিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা আনতে এগিয়েছিলেন, সেই গান্ধিজির প্রতি সুভাষচন্দ্র বসুর অগাধ শ্রদ্ধা আমাদেরকে বিস্মিত করে। তিনি বলেছিলেন, সবার আস্থা অর্জন করতে পারলেও যতদিন না আমি গান্ধির আস্থা অর্জন করতে পারব, ততদিন নিজেকে সার্থক মনে করব না।

এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে তিনি তাঁর একসময়ের রাজনৈতিক সহকর্মী জওহরলাল নেহরুর পাশাপাশি গান্ধিজির নামেও সেনা ব্রিগেড খুলেছিলেন। মতাদর্শের পাহাড়-প্রমাণ ফারাক থাকলেও শ্রদ্ধা ও সম্মান হারাননি গান্ধিজির প্রতি। এখানেই গান্ধিজির জীবনের সার্থকতা। রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও তিনি সুভাষ- চন্দ্রের শ্রদ্ধা-ভালবাসা হারাননি। তিনি সমালোচিত হোন না কেন, গান্ধিজির অনন্যতা এখানেই। রাজনীতির জগতে এই উচ্চতায় ক'জন পৌঁচতে পেরেছেন? একমাত্র গান্ধিজি ছাড়া?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধিজির সখ্যতার কথা আমরা অনেকেই কমবেশি জানি। নানা বিষয়ে দু'জনের মধ্যে মতের তীব্র অমিল থাকলেও কেউ কারও প্রতি কখনও অসৌজন্যতা জ্ঞাপন করেননি। রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতাকে গান্ধিজি যেমন নীরবে মেনে নিয়েছেন, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গান্ধিজির প্রতি প্রাপ্য শ্রদ্ধা দেখাতে কখনও কার্পণ্য করেননি। মতান্তর হলেও কখনও মনান্তর হয়নি দু'জনের মধ্যে। একসময় ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ভার গান্ধিজির ওপর দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। রাজি হননি গান্ধিজি। কেন রাজি হননি তিনি? গান্ধিজি কবিগুরুকে স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন, তিনি রাজনীতির জগতের লোক। শান্তিনিকেতনের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁর নেই। বরং আর্থিক অনটনের সময় তিনি শান্তিনিকে- তনের জন্য ৬০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। ভাবতে কষ্ট হয়, এই মহতি মানুষটিকে নিয়ে আমাদের মধ্যে আজও ভুল বোঝাবুঝির শেষ হলো না। বলাবাহুল্য, কোনও মানুষই বোধহয় সমালোচনার উর্ধ্বে নন। এমনকি, গান্ধিজিও নন। কিন্তু তাঁর ইতিবাচক দিকগুলো কেন আলোচনায় আনবো না?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবিতে দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস, উত্তরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি. স.): বর্ষাকালের বৃষ্টি এবছর এখনও পর্যন্ত হয়নি দক্ষিণবঙ্গে। তবে বিগত কয়েকদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা-সহ পার্শবর্তী এলাকায়। সেইরকম বৃষ্টিই রবিবার বজায় থাকবে বলে জানা গেছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে। এছাড়া মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির আভাস দেওয়া হলেও ধীরে ধীরে তার পরিমাণ কমবে। আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে যে দুর্যোগ চলছে তা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে বলে হওয়া অফিসের খবর। জানা গেছে, রবিবার পর্যন্ত দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ সৌম্যজিৎ

ফুঁসছে বাগমতি, বিহারে বন্যা পরিস্থিতি

পাটনা, ১৪ জুলাই (হি. স.): বন্যাবিধ্বস্ত বিহার। নদীর জল ঢুকে প্লাবিত বিভিন্ন গ্রাম। জলমগ্ন শতাধিক বাড়ি। রবিবার জানা গিয়েছে, বিগত কয়েকদিনে বাগমতি নদীর জলস্তর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে প্লাবিত হয়েছে মুজাফফরপুরের একাধিক এলাকা। জলমগ্ন প্রায় একশোর বেশি বাড়ি। ভিটেমাটি হারিয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। রাস্তাতেও প্রায় কোমর সমান জল জল। সেই জল পেরিয়েই কোনওরকমে যাতায়াত করছেন স্থানীয়রা। শুধু বাড়িই নয়, জলের তলায় চলে গিয়েছে টিউবওয়েলও। ফলে পানীয় জলের সঙ্কটও দেখা দিতে শুরু করেছে ওইসব এলাকায়।

চার দশক পরে রবিবার খুলতে চলেছে পুরীর রত্নভাণ্ডার

পুরী, ১৪ জুলাই (হি. স.): রবিবার খুলতে চলেছে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের দরজা। আদালতের নির্দেশ মেনেই এই দরজা খোলা হচ্ছে। ৪৬ বছর পর খুলছে রত্নভাণ্ডারের দরজা। ১৯৭৮ সালে শেষবার খোলা হয়েছিল সেই দরজা। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দিরের উত্তরে জগমোহনের পাশেই রয়েছে সেই রত্নভাণ্ডার। ১৯৭৮ সালে শেষ বার খোলা হয়েছিল রত্নভাণ্ডার। তারপর থেকে তার দরজায় তালাই থেকেছে। কিন্তু এবারে মন্দিরের মেরামতির কাজে পুনরায় খুলতে হবে এই ভাণ্ডার। ওড়িশা হাইকোর্টের বিস্তারিত নির্দেশিকা মেনেই মন্দির প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করবে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)। পুরীর জেলাশাসক সিদ্ধার্থশঙ্কর সোয়াইন জানিয়েছেন, আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েই রবিবার রত্নভাণ্ডার খুলব। নির্দিষ্ট নির্দেশিকা মেনে কাজ হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি মানুষের মেধাকে হারিয়ে দেবে?

অসীম সুর চৌধুরী

কয়েকমাস আগে সবাইকে চমকে দিয়ে ব্রিটিশ-ক্যানেডিয়ান কম্পিউটার বিজ্ঞানী ড. জেফ্রি হিন্টন পৃথিবী বিখ্যাত গুগল কোম্পানি থেকে তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে যে ক'জন মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর অবদান সর্বাধিক তিনি হলেন তাঁদের মধ্যে একজন। পঁচাত্তর বছর বয়সী ড. হিন্টন শুধু পদত্যাগ করেই ক্ষান্ত হননি বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ বিপদের কথা বলে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে, এই মুহূর্তে মানুষের বুদ্ধিই এগিয়ে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাকে মাত করে দেবে। আর খারাপ লোকেরা যদি একে বাজে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তবে আগামীদিনে তা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।

ড. হিন্টনে মৌলিক গবেষণা 'চ্যাট জিপিটি'র মতো উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরিতে পথ দেখিয়েছে। এই উৎকৃষ্ট কাজের জন্য ২০১৮ সালের 'ট্যুরি' পুরস্কার লাভ করেন তিনি। এহেন ড. হিন্টনের সতর্কবার্তায় সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ হতে বাধ্য। অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কিছু নাম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তবে অন্য মতও আছে। অনেকের মতে, এত আশঙ্কার কিছু নেই। সব মিলিয়ে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যাপারটা কী? আর চ্যাট জিটিপি-ই বা কী? একে নিয়ে কেনই বা এত উদ্বেগ? এটা নিয়েই আজেকর আলোচনা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীঃ- এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো কম্পিউটার আমাদের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি করতে পারে। এতে বুদ্ধির খুব একটা প্রয়োগ হয় না। যেমন খুব বড় গুণ-ভাগ কষা বা আয়-ব্যয়ের হিসাব করা। কিন্তু এমন কিছু সাধারণ কাজ আছে যা মানুষের চট করে করতে বা বলতে পারে, কম্পিউটার সেখানে নিরুত্তর। কোনটা গরু আর কোনটা বিড়াল বা কোনটা কাক, দেখলেই আমরা বলে দিতে পারে। আবার রবিঠাকুর ও শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষরের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি। এই ধরনের কাজগুলোকেই বুদ্ধিমত্তা বলা হয়। কম্পিউটারকে দিয়ে মানুষের বুদ্ধিমত্তার কাজগুলো যে প্রযুক্তির সাহায্যে আয়ও করানো হয় তার নামই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্রা বা আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, সংক্ষেপে এ আই। মোদ্দা কথা, এআই হচ্ছে কম্পিউটার দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধি। এই পদ্ধতিতে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কম্পিউটার দ্বারা অনুকরণ করার চেষ্টা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে 'মেসিন লার্নিং' ও 'ডিপ লার্নিং' এর মতো বিশেষ ধরনের ভাষাগুলো কম্পিউটারকে মানুষের মতো ভাবতে সাহায্য করে । মেসিন তখন বুদ্ধিমত্তা দেখায়। এআই মানুষের যুক্তি, সমস্যা ও পরিকল্পনাগুলো উপলব্ধি করে তার সমাধান বাতলাতে পারে।

এআই -এর উত্তরণ ঃ- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্যতম জনকত হিসাবে যার নাম উচ্চারিত হয় তিনি হলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী জন ম্যাকার্থি। তাঁর অন্যান্য সহযোগীরা ছিলেন হার্বাট এ সায়মম, মার্ভিন মিনস্কি, অ্যালেন নিউয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। ১৯৫৬ সালে আমেরিকার ডারমাউথ কলেজের এক সম্মেলনে ড. ম্যাকার্থি প্রথম 'আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজন্স' কথাটা ব্যবহার করেন। সেই থেকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজকের 'চ্যাট জিপিটি'তে এসে পৌঁছেছে।

কয়েক দশক ধরেই আমরা ধাপে ধাপে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্তরণ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে। গুগল ম্যাপের সাহায্য নিয়ে কোনও অজানা ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছি। অনেকই-কামর্স সংস্থার ওয়েবসাইটে ঢুকলে এদের অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার কাছে সমস্যা জানতে চাইবে। আপনি কিছু লিখলেই সবই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। এছাড়া এআই-এর কেরামতি দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ানকে হারিয়ে দিয়েছে, ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি চালিয়েছে, রোগীর পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে বর্তমানের রোগ সারিয়েছে। তাই আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এআই প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সাম্প্রতিকালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রয়োগ হচ্ছে 'চ্যাট জিপিটি'। ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর উদ্বোধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চ্যাট-জিপিটি সারা পৃথিবীতে বেশ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। আগমনের মাত্র দু'মাসের মধ্যেই প্রায় ১০ কোটি মানুষ এটা বব্যহার করতে শুরু করেছে।

চ্যাটি-জিপিটি কী? ঃ- চ্যাট জেনারেটিভ প্রি-টেরেইনড ট্রান্সফর্মার বা সংক্ষেপে চ্যাট-জিপিটি হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটা 'চ্যাটবট' অর্থাৎ আলাপচারিতা করার মাধ্যম। এখানে আমাদের নানারকম প্রশ্নের জবাব নিয়ে সে হাজির। আমরা যেভাবে যে ফরম্যাটে চাইব, সে সেই ভাবেই উত্তর দেবে। বিশাল তথ্যভাণ্ডার রয়েছে এর কাছে। গুগল বা মাইক্রোসফট এজের মতো সার্চ ইঞ্জিনগুলোর কাছে কোনও অনুসন্ধান করতে গেলে তারা এই সম্বন্ধীয় লিঙ্কগুলো আমাদের কাছে হাজির করে। কিন্ত চ্যাট-জিপিটি সরাসরি উত্তর দিয়ে দেয় যার সিংহভাগই সঠিক। এই কারণে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

কারা বানালো ঃ- আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোর একটা সংস্থা 'ওপেন এআই', যার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করছে তারাই চ্যাট-জিপিটির উদ্ভাবক। মাত্র আট বছর আগে তৈরি হওয়া এই সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমেরিকার ধনকুবের ইলম ম্যাস্ক। তিন বছর পরে অবশ্য মাস্ক এই কোম্পানি ত্যাগ করেন। এই কোম্পানির মূল লক্ষ্য হল নিরাপদ ও সুবিধাজনক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করা। এর আগে এরা জিপিটি-৩ নামে একটা অ্যাপ বানিয়েছিল যা কিনা প্রায় মানুষের মতো নানা রচনা ও প্রবন্ধ লিখতে পারত। এরপ এদের 'ডেল-ই' নামের অ্যাপ দেখা চ্যাট-জিপিটি তো দুনিয়াকে মাত করে দিয়েছে। ওপেন এআই -এর এইসব কর্মকাণ্ড দেখে পৃথিবীবিখ্যাত 'মাইক্রোসফট' কোম্পানি প্রায় কয়েকশো কোটি টাকা এখানে বিনিয়োগ করেছে।

কী কী সুবিধা হবে ঃ -চ্যাট-জিপিটি অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে টেক্কা দিয়ে তার থেকে অনেক কম সময় ও ভালোভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারে। কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল- **কাস্টমার পরিষেবা** -সকল ধরনের প্রশ্নোত্তর ও সমস্যার সমাধান এরা মানুষের থেকে তাড়াতাড়ি করতে পারবে। **লেখালেখি** - কোনও গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ লেখা, সারাংশ বানানো কিংবা অনুবাদ করা, সব ব্যাপারেই চ্যাট-জিপিটি সিদ্ধহস্ত। **সহকারী**- কোনও ব্যক্তিগত কাজ বা সময় কাটানোর জন্য ভার্চুয়াল সহকারী হিসাবে এরা দারুণ কাজ করে। কোনও বিষয়ে পরামর্শ দিতেও এরা পিছপাও হয় না। **স্বাস্থ্যসেবা** -এই ক্ষেত্রতে চ্যাট-জিপিটি বিরাট অবদান রাখতে পারবে। লাখ লাভ মানুষের তথ্য বিশ্লেষণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসকের থেকেও আরও বেশি কার্যকরী ওষুধ রোগীকে দিতে পারবে।

উদ্বেগ কেন বাড়ছে -চ্যাট-জিপিটির হাত ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই উত্তরণে যেমন অনেক মানুষ উৎসাহিত, তেমনি অনেকের মধ্যে শঙ্কা ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। এই বছর (২০০৩) মার্চ মাসে বিশ্বের কিছু নামি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান একটা খোলা চিঠি প্রকাশ করেছেন। তাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণা বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। ওই চিঠিতে সই করেছেন টেসলা ও টুইটারের মালিক ইলন মাস্ক, অ্যাপল কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ওজনিয়াক এবং আরও কিছু সম্মানীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। তাঁরা সতর্ক করেছেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যে প্রতিযোগিতা চলছে তা একদিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তখন এআই মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে লড়াই চালাবে এবং সমাজ ও মানবতার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া নানা ভুয়ো খবর প্রচার করে আমাদের সমাজকে কলুষিত করতে পারে। তাঁদের আশঙ্কা, এআইয়ের জন্য প্রচুর মানুষ চাকরি হারাবেনয আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক 'গোল্ডম্যান স্যাক্স' তার সাম্প্রতিক রিপোর্ট এই আশঙ্কাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তাদের প্রতিবেদন বলছে ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ চাকরি হারাবেন বা চাকরি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন।

অন্যতমও আছে - তবে অনেক বিশেষজ্ঞ আবার এআই নিয়ে এই আশঙ্কাকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না। 'ওপেন এআই' এর সিইও স্যাম অল্টম্যান তাঁদের মধ্যে একজন। ভবিষ্যতে অনেকের চাকরি ছাঁটাই হতে পারে একথা স্বীকার করেও মি অল্টম্যান বলেছেন যে এআই ছাপাখানার মতো শিল্পে পরিণত হতে পারে এবং ভবিষ্যতের অর্থনীতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বড় ধরনের প্রভাব থাকবে। আমেরিকার সেনেটর জন হাওলে বলেছেন যে এআই একটা বৈপ্লবিক প্রযুক্তি যাকে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আবার অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন যে, নতুন প্রযুক্তি আসা মানেই খারাপ তা বলা যাবে না। যখন কম্পিউটার প্রথম প্রবেশ করে তখন অনেকের আশঙ্কা ছিল যে অফিস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি জায়গায় প্রচুর কাজ চলে যাবে। বাস্তবে কিছু হয়ত গেছে কিন্তু তার জায়গায় অনেক নতুন নতুন চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

চ্যাটবটি তৈরির প্রতিযোগিতা- এআই ভিত্তিক চ্যাটবট অর্থাৎ আলাপচারিতার অ্যাপ তৈরি করার প্রতিযোগিতায় বিশ্বের তাবড় তাবড় কোম্পানিগুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মাইক্রোসফট-ওপেন এআই এর চ্যাট-জিপিটির পাশাপাশি গুগল কোম্পানির 'বার্ড' নামক চ্যাটবটিও পরীক্ষামূলকভাবে চলছে। চিনা প্রযুক্তি কোম্পানি 'বাইদু'ও এক ধরনে চ্যাটবট আনবে বলে ঘোষণা করেছে। আর এক চিনা ই-কমার্স দৈত্য আলিবাবাও শীঘ্রই তাদের নিজস্ব চ্যাটবট চালু করবে। ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের মালিক মেটা ইতিমধ্যেই তাদের নিজেদের চ্যাটবট চালু করেছে যার নাম 'ব্লেন্ডার বট'।

কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি এই চ্যাটবট নিয়ে গুগল, মাইক্রোসফট, আলিবাবা, মেটা ইত্যাদি বড় বড় কোম্পানিগুলি এত উৎসাহিত কেন? কারণ এআই হচ্ছে আগামী দিনের প্রযুক্তি। তখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিরাট প্রভাব থাকবে। বেশিরভাগ অনলাইনভিত্তিক পরিষেবা মানুষের বদলে এআই এর হাতে চলে যাবে। কোম্পানিগুলির বিরাট ব্যবসা ও বিরাট মুনাফা দুটোই হবে। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই বাড়াবাড়ন্তে অনেক উন্নত দেশও প্রমাদ গুণছে। ভবিষ্যতে এদের ক্ষতিকর প্রভাব সমাজে যাতে না পড়ে সেই জন্য বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যে আইন বানাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসাবে ইতালি চ্যাট-জিপিটি বন্ধ করে দিয়েছে। চিন ও আমেরিকা এক বছর আগেই এই ধরনের প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করার আইন পাশ করেছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নও বসে নেই। তারা ও একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণের আইনের খসড়া বানিয়েছে। ব্রিটেনও এআই নিয়ন্ত্রণের দিকনির্দেশনা তৈরি করেছে। কিন্তু এখন দেখার যে ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, না আমাদের বুদ্ধিকেও ছাপিয়ে যাবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বর্তমান অর্থবর্ষের ১ম ত্রৈমাসিকে পার্সেল লোডিং থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আয় ২৫ কোটি টাকারও বেশি

মালিগাঁও, ১৪ জুলাই, ২০২৪:রেলওয়ের মাধ্যমে পার্সেল/প্যাকেজ পরিবহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রেলের দ্বারা পার্সেল পরিবহণ হলো গ্রাহকদের জন্য একটি সাশ্রয়ী, দ্রুত এবং পরিবেশ অনুকূল ব্যবস্থা। বছরের পর বছর ধরে পার্সেল ও লাগেজের সময় মতো ডেলিভারি নিশ্চিত করার মাধ্যমে পার্সেল পরিবহণকারীদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, যার ফলে এই সেগমেন্ট থেকে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব উপার্জন সম্ভব হয়েছে। ২০২৪-এর জুন মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পার্সেল ট্রেন ও পার্সেল ভ্যানের মাধ্যমে ১৭.৪৪ হাজার টনেরও অধিক সামগ্রী পরিবহণ করে ৮.১৭ কোটি টাকা রাজস্ব লাভ করেছে। এই অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৫১.২৭ হাজার টন সামগ্রী পরিবহণ করে ২৫.৬৪ কোটি টাকা রাজস্ব উপার্জন করেছে।

সবগুলি ডিভিশনের পাশাপাশি জোনাল হেড কোয়ার্টার স্তরের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিডিইউ) গুলির প্রচেষ্টায় ব্যবসায়ীদের নিজেদের সামগ্রী দ্রুতভাবে পরিবহণ করার সহজ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ট্রেনের দ্বারা চলাচলের জন্য নতুন ট্র্যাফিক খুঁজতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিটগুলি নিজেদের এলাকার ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোগীদের সাথে ঘন ঘন বার্তালাপের আয়োজন করে আসছে।

সময়সূচি নির্ধারিত পার্সেল স্পেশাল ট্রেনের পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে চাহিদা-ভিত্তিক পার্সেল ভ্যান সফলভাবে চালাচ্ছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে আশা করা হয়েছে যে রেলওয়ের দ্বারা প্রদান করা বিভিন্ন ব্যবস্থা ও প্রকল্প পার্সেল ব্যবসায়ীদের ট্রেন/ভ্যানের দ্বারা নিজেদের সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে বৃহৎ পদ্ধতিতে সাহায্য করবে।

সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলির ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনাসভা উকাপা স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষের

হাফলং (অসম), ১৪ জুলাই (হি.স.) : সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলির ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল ২০১৯ বাতিলের দাবিতে ডিমা হাসাও ষষ্ঠ তফশিলি সুরক্ষা সমিতি শুক্রবার থেকে হাফলং জেলা কমিশনার কার্যালয়ের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘটে বসেছে। অবশেষে ষষ্ঠ তফশিলির প্রস্তাবিত ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল ২০১৯ নিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ আজ রবিবার হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে জেলার বিভিন্ন দল ও সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, এনজিও এবং বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর বৃহৎ সংগঠন, গ্রামপ্রধান, মৌজাদারদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই বিল নিয়ে আলোচনা পরামর্শ করতে সভার আহ্বান জানিয়েছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই পরামর্শমূলক সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি ষষ্ঠ তফশিলির প্রস্তাবিত ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে অনশন ধর্মঘটকারী সুরক্ষা সমিতিকে। এদিকে এই ষষ্ঠ তফশিলির ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন দল সংগঠন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিলে কী রয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ষষ্ঠ তফশিলির প্রস্তাবিত ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল পাস হলে এর ক্ষমতা হ্রাস হবে এবং পাহাড়ি জেলার মানুষ নিজের ভূমির অধিকার হারাবে। এছাড়া এই বিলের মাধ্যমে পাহাড়ি জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারাবে ইত্যাদি অভিযোগ উঠছে। এমনকি এই সব অভিযোগ উত্থাপন করে ষষ্ঠ তফশিলি সুরক্ষা সমিতি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টির মতো রাজৈতিক দল এই বিল বাতিলের দাবি তুলেছে। কিন্তু উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষের দাবি, সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলির প্রস্তাবিত ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল পাস হলে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের আরও অধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দের হার বাড়বে। বর্তমানের উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ উন্নীত হয়ে ডিমা হাসাও স্বশাসিত টেরিটরিয়াল পরিষদ হবে। তাছাড়া পরিষদের আসন সংখ্যা ২৮ থেকে বেড়ে ৪০ হবে। মহিলাদের জন্য দুটি আসন সংরক্ষিত করা হবে। ভিলেজ কাউন্সিল গঠন হবে। মিউনিসিপাল কাউন্সিল গঠনের পাশাপাশি তৃণমূলস্তরে ক্ষমতা অধিক হবে। টেরিটরিয়াল পরিষদের হাতে আরও অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হবে। আর এতে পাহাড়ি জেলার মানুষই উপকৃত হবেন। এমনটাই রবিবার এই পরামর্শমূলক সভায় সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই। তিনি বলেন, ২০১২ সালে ডিএইচডি এবং ডিএইচডি (জে) সরকারের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিল। এ নিয়েই এই প্রস্তাবিত বিল প্রস্তুত করা হয়েছে। ডিএইচডির উভয় গোষ্ঠী পাহাড়ি জেলার সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যেই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল বলে মন্তব্য করেন মোহিত। তবে রিরোধী দলগুলি এই বিলকে নিয়ে রাজনৈতিক ইস্যু করছে বলে অভিযোগ করে মোহিত হোজাই বলেন, এই বিল নিয়ে আলোচনা করতে কিছু দিনের মধ্যেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসবে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত কর্তৃপক্ষ। এদিকে ডিমা হাসাও জেলার ষষ্ঠ তফশিলি সুরক্ষা সমিতির অন্যতম সদস্য বলেন, ষষ্ঠ তফশিলির প্রস্তাবিত ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল ইতিমধ্যে লোকসভায় পেশ করা হয়েছে। এই বিলের বিরোধিতা করে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত করার দাবি আমরাই করেছিলাম। কিন্তু এই আলোচনাসভায় আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে অন্য স্টেকহোল্ডারদের ডাকা হয়েছে যাঁদের এখন পর্যন্ত এই বিল নিয়ে সম্যক ধারণা নেই। তবে আজ সবার হাতে এই বিলের কপি এসেছে। তাই এখন দেখার, এই আলোচনাসভার পর কী ধরনের প্রস্তাব বেরিয়ে আসে। তবে ষষ্ঠ তফশিলির প্রস্তাবিত ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল নিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে এই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয় বলে মন্তব্য করেন ড্যানিয়েল লাংথাসা।

কংগ্রেস ও জেএমএম মিথ্যার মেশিনে পরিণত হয়েছে : শিবরাজ চৌহান

রাঁচি, ১৪ জুলাই (হি.স.): কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। রবিবার রাঁচিতে এক অনুষ্ঠানে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'কংগ্রেস এবং জেএমএম মিথ্যার মেশিনে পরিণত হয়েছে, তাঁরা প্রতিদিন মিথ্যা বলে যে তারা কম আসন পেয়েও সাফল্য অর্জন করেছে। একই ঘটনা ঘটেছে ঝাড়খণ্ডেও। আমরা যদি লোকসভার ফলাফলকে বিধানসভার ফলাফলে রূপান্তরিত করি, আমরা ৮১টির মধ্যে ৫২টি আসন জিতেছি।' শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, সোরেন সরকার কৃষকদের দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেনি। কৃষক ভাইয়েরা, মনে রাখবেন ঝাড়খণ্ডে যখন বিজেপি সরকার ছিল, প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির মতোই ঝাড়খণ্ডের কৃষকদের প্রতি একর ৫ হাজার টাকার তহবিল দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হেমন্ত সরকার প্রকল্পটি বন্ধ করে কৃষকদের প্রতি অবিচার করেছিল।

উইম্বলডন: রবিবার পুরুষদের ফাইনালে মুখোমুখি জকোভিচ-আলকারাজ

লন্ডন, ১৪ জুলাই (হি.স.): উইম্বলডনে ছেলেদের এককে গতবারের ফাইনালের মত এবারও হতে যাচ্ছে। টানা দ্বিতীয় শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে রবিবার ফাইনাল খেলতে নামবেন কার্লোস আলকারাজ। প্রতিপক্ষ সেই টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচ। যিনি উইম্বলডনে অষ্টম শিরোপা জিতে রজার ফেদেরারের রেকর্ড ছুঁতে চলেছেন। তাছাড়া মহিলা ও পুরুষ উভয় বিভাগে এখন পর্যন্ত এক মরসুমের বেশি সময় ধরে শিরোপাবিহীন নোভাক জোকোভিচকে ২৫টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি জেতার রেকর্ড হাতছানি দিচ্ছে। মার্গারেট কোর্টকে (২৪) পেছনে ফেলে মহিলা ও পুরুষ উভয় বিভাগ মিলিয়ে এককভাবে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ড গড়বেন জোকোভিচ। গতবারের মতো এবারও দানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন আলকারাজ। আর লরেনৎসো মোসেত্তিকে হারিয়ে ফাইনালের টিকেট পেয়েছেন দ্বিতীয় বাছাই জকোভিচ। গ্র্যান্ড স্ল্যামে এটি তার ৩৭তম ফাইনাল,

দেশজুড়ে বিপুল সংখ্যায় যুব শক্তি সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে : সুনীল আম্বেকর

রাঁচি, ১৪ জুলাই (হি.স.): দেশজুড়ে বিপুল সংখ্যায় যুব শক্তি সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। রবিবার জোর দিয়ে এ কথা বললেন আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর। রবিবার রাঁচিতে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক বৈঠকের শেষ দিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুনীল আম্বেকর দাবি করেছেন, দেশজুড়ে যুব সমাজের অনেকে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। তিনি জানান, ২০১২ সালে একটি অনলাইন মাধ্যমে (জয়েন আরএসএস) অভিযান শুরু করেছিল সঙ্ঘ, এর অধীনে প্রতি বছর ১ থেকে ১.২৫ লক্ষ মানুষ অনলাইন মাধ্যমে সঙ্ঘের সাথে বিভিন্ন কাজে যুক্ত হচ্ছেন। এই বছরও, জুনের শেষের দিকে, ৬৬৫২৯ জন মানুষ যোগাযোগ করেছেন এবং সঙ্ঘে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। রাঁচিতে সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক বৈঠকের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে সুনীল আম্বেকর জানান, বৈঠকে সাংগঠনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সচ্চিদানন্দ লাল জি, সর্বভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ নরেন্দ্র কুমার জি এবং প্রদীপ জোশী জিও উপস্থিত ছিলেন। সরলা বিড়লা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাঁচিতে সর্বভারতীয় প্রান্ত প্রচারক বৈঠক ৩-দিন আয়োজিত হয়েছিল। সুনীল আম্বেকর বলেছেন, ২০২৫ সালের বিজয়াদশমীর মধ্যে (১০০ বছর পূর্ণ), গ্রামীণ অঞ্চলের সমস্ত বিভাগে এবং শহরাঞ্চলের সমস্ত জনবসতিতে দেশে সঙ্ঘের কাজ সম্প্রসারণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে, দেশের ৫৮৯৮১টি মণ্ডলের মধ্যে, ৩৬৮২৩ টি মণ্ডলে সরাসরি দৈনিক শাখা রয়েছে, একইভাবে শহরাঞ্চলে ২৩৬৪৯টি বসতিগুলির মধ্যে ১৪৬৪৫টি বসতিতে সঙ্ঘের কাজ রয়েছে।

বাকিদের সাপ্তাহিক বা মাসিক যোগাযোগ আছে। বর্তমানে দেশে ৭৩১১৭টি দৈনিক শাখা এবং ২৭৭১৭টি সাপ্তাহিক সভা চলে। সুনীল আম্বেকর বলেন, সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকরা সারাদেশে সেবামূলক কাজ করছেন। সেবার পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীলতার ওপরও জোর দেওয়া হয়। যাতে সেবা গ্রহীতা স্বাবলম্বী হয়। যেখানেই সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন, মণিপুর-সহ সেই সমস্ত জায়গায় স্বেচ্ছাসেবকরা সেবামূলক কাজ করে চলেছেন। পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে সংঘের কার্যক্রমও সমাজ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছে বলে জানান তিনি। সুনীল আম্বেকর বলেছেন, 'প্রায় দ্বিগুণ নতুন যুবক সঙ্ঘে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে এটি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান যে কীভাবে যুব সমাজ সঙ্ঘের আদর্শ, সঙ্ঘের কাজ এবং দেশের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করার পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয় হল, আমরা সঙ্ঘের ওয়েবসাইটে আরএসএস-এ যোগদানের বিকল্প দিয়েছি...প্রতি বছর প্রায় ১.২৫ লক্ষ মানুষ এতে যোগ দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র শেষ, ভোট-হিংসায় মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র শেষ, ভোট-পরবর্তী হিংসা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছেন, 'আমরা রবিবার থেকে গণআন্দোলন শুরু করেছি। লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ৫০ লক্ষ হিন্দুকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। রাজ্যে অনুষ্ঠিত ৪টি উপ-নির্বাচনে ২ লক্ষের বেশি হিন্দুকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। আমি একটি পোর্টাল চালু করছি। যাদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি, তারা নিজেদের রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হবে। আমি আইনি লড়াইও শুরু করব।' উল্লেখ্য, লোকসভা ভোট মিটেছে অনেক দিন হল, তবুও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হিংসা থামছেই না। সর্বত্রই আক্রান্ত বিরোধী দলের নেতারা। বিজেপির বহু কর্মী এখনও ঘর-ছাড়া। এই ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর পাশাপাশি ধর্না মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়-সহ বিজেপির অনেক নেতাও। রাজভবনের সামনে ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সকাল ১০টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ধর্নায় বসতে পারবেন তিনি। সেই মতো রবিবার ধর্নায় বসেছেন শুভেন্দু।

১৯৭৫ সালে যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল, তা অবশ্যই ভুল ছিল : সুনীল আম্বেকর

রাঁচি, ১৪ জুলাই (হি.স.): জরুরি অবস্থার তীব্র সমালোচনা করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। রবিবার আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর বলেছেন, '১৯৭৫ সালে যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল, তা অবশ্যই ভুল ছিল। একটি গণতন্ত্রে আমরা স্বাধীনতার কথা বলি, এমন ঘটনা ঘটা উচিত নয়।' ২৫ জুন দিনটিকে সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী সরকার। এরই প্রেক্ষিতে সুনীল আম্বেকর বলেছেন, 'সঙ্ঘ সময়ে সময়ে জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করেছে এবং সঙ্ঘ সংগ্রামও করেছে, সঙ্ঘের কর্মীরা জেলে গিয়েছেন। অনেক শ্রমিককে নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছে, অনেক সংগ্রাম হয়েছে এবং আমার মনে হয় আমাদের দেশে আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

রবিবার রাঁচিতে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক বৈঠকের শেষ দিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবি করেছেন, দেশজুড়ে অনেক যুব সমাজ সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।

বৃষ্টিতে বেড়েছে জলস্তর, ভুশি বাঁধে পর্যটনে নিষেধাজ্ঞা

লোনাভলা, ১৪ জুলাই (হি. স.): ভারী বৃষ্টি অব্যাহত মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে। জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। জল জমার বিপত্তি থেকে বাদ পড়েনি মহারাষ্ট্রের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র লোনাভলাও। রবিবার জানা গেছে, বিগত কয়েকদিন ধরে প্রবল বর্ষণের ফলে লোনাভলার ভুশি বাঁধের জলস্তর বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে জলপ্রবাহের গতিও। দুর্ঘটনা এড়াতে তাই কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এলাকায়। স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের তরফে পর্যটকদের ভুশি বাঁধে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে এদিন জানা গেছে।

এবার ইউরোয় গোল্ডেন বুট পাওয়ার পৃথক নিয়ম

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি.স.): এবারের ইউরোর গোল্ডেন বুট জয়ী কে হবেন তা ঠিক করার জন্য আলাদা নিয়ম করেছে উয়েফা। এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টে টিকে আছেন স্পেনের দানি ওলমো ও ইংল্যান্ডের হ্যারি কেইন।এই দুই দল ফাইনালে উঠেছে। এরা প্রত্যেকে ৩টি করে গোল করে যুগ্মভাবে শীর্ষে রয়েছেন। আরেক ইংলিশ তারকা জুড বেলিংহ্যামও পিছিয়ে নেই। এই মিডফিল্ডারও দুটি গোল করে তাদের পেছনে রয়েছেন। টুর্নামেন্টের নিয়ম, যে সর্বোচ্চ গোল করবে সেই গোল্ডেন বুটের দাবিদার হবে। কিন্তু গেল কয়েকটি টুর্নামেন্টে সমান গোল করায় টাইব্রেকের মাধ্যমে ঠিক করা হয়েছে গোল্ডেন বুট জয়ীর নাম। আর গোলসংখ্যা সমান হলে দেখা হয় কোন ফুটবলার অ্যাসিস্ট করেছেন বেশি। এই নিয়ম অনুযায়ী, ২০২০ সালে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তবে যদি অ্যাসিস্টও সমান হয়, তাহলে দেখা হবে কোন ফুটবলার সবচেয়ে কম সময়ে সর্বোচ্চ গোল করেছেন। এই নিয়মে ২০১২ সালে ফার্নান্দো তরেস ও জার্মানির মারিও গোমেজের মধ্যে গোল্ডেন বুট জয়ী ঘোষণা করে হয়েছিল। তরেস ও গোমেজ সবারই গোল ও অ্যাসিস্ট সমান হওয়ায় তরেস ১৮৯ মিনিট মাঠে খেলায় তিনিই জেতেন গোল্ডেন বুট। গোমেজ খেলেছিলেন ২৮২ মিনিট। এবারের ইউরোতে অন্যরকম নিয়ম করেছে উয়েফা। যদি এবার টুর্নামেন্ট শেষে ৬ জনের গোলই সমান থাকে, তাহলে ৬ জনকেই গোল্ডেন বুট দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তারা। এখন পর্যন্ত ২০২৪ ইউরোতে ৩ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদের তালিকায় ৬ জন আছেন। তারা হলেন- **হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড) **দানি ওলমো (স্পেন) **কডি গাকপো (নেদারল্যান্ডস) **জামাল মুসিয়ালা (জার্মানি) **জর্জেস মিকাউতাদজে (জর্জিয়া) **ইভান শ্রানজ (স্লোভাকিয়া)

নেপালের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কে পি শর্মা ওলি, সোমবার নেবেন শপথ

কাঠমান্ডু, ১৪ জুলাই (হি.স.): নেপালের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কে পি শর্মা ওলি। সোমবার, ১৫ জুলাই নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন তিনি। নেপালের রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পাউডেল কে পি শর্মা ওলিকে (৭২) পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছেন।

কুলপির মৎস্যজীবীর দেহ মিলল জম্বুদ্বীপের কাছে, মাছ ধরতে গিয়ে পড়ে যান সাগরে

কাকদ্বীপ, ১৪ জুলাই (হি.স.): ইলিশ মাছ ধরতে সমুদ্রে গিয়েছিলেন ওই মৎস্যজীবী। মাছ ধরার সময় ট্রলার থেকে পড়ে যান সাগরে, জম্বুদ্বীপ থেকে খানিক দূরে ট্রলার থেকে পা ফস্কে সমুদ্রে পড়ে মৃত্যু হল ওই মৎস্যজীবীর। গত দু'দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। রবিবার দেহ উদ্ধারের বিষয়ে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম মোহন মাঝি। ৫৫ বছর বয়সি মোহনের বাড়ি কুলপির হাঁড়া এলাকায়। তিনি জম্বুদ্বীপ থেকে বঙ্গোপসাগরের আরও গভীরে গিয়েছিলেন। ইলিশ ধরার সময় ট্রলার থেকে পা পিছলে পড়ে যান ওই মৎস্যজীবী। দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর উপকূলরক্ষী বাহিনী তল্লাশি চালিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে সাগরের জল থেকে মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলদিয়া বন্দরে। দেহ ময়নাতদন্তের পর রবিবারই পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

বিহারে লরি ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু শিশু-সহ পাঁচ জনের, আহত আরও ৭

পাটনা, ১৪ জুলাই (হি.স.): বিহাতে একটি গাড়ি এবং লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল অন্তত পাঁচ জনের। যাদের মধ্যে রয়েছে শিশুও। আহত হয়েছেন সাত জন। রবিবার দুর্ঘটনাটি হয়েছে বিহারের কৃষ্ণগঞ্জ জেলায়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সকাল ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি হয়েছে। একটি লরি এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে ঘটনাস্থলেই কয়েক জন মারা যান। স্থানীয়রা উদ্ধারকাজ শুরু করে। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দুই শিশু-সহ পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এই পথ দুর্ঘটনায়। আরও সাত জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জন গুরুতর ভাবে জখম হয়েছে। তড়িঘড়ি তাঁদের সবাইকে একটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ এও জানিয়েছে, অকুস্থলেই চার চাকা গাড়ির চালক মারা গিয়েছেন। কিন্তু কী ভাবে এই দুর্ঘটনা হল, তা এখনও জানা যায়নি। এ নিয়ে তদন্ত চলছে।

সবকা সাথ, সবকা বিকাশের মন্ত্রে এগিয়ে চলেছে বিজেপি : জে পি নাড্ডা

লখনউ, ১৪ জুলাই (হি.স.): সবকা সাথ, সবকা বিকাশের মন্ত্রে এগিয়ে চলেছে বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। রবিবার লখনউতে বিজেপির ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে নাড্ডা বলেছেন, ভারতে ১৫০০টি বড় এবং ছোট রাজনৈতিক দল রয়েছে। তাদের কারোরই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নেই। তাঁদের বেশিরভাগই ''পরিবারবাদী'' দল এবং তাঁরা নিজেদের এবং আপন পরিবারকে লালন-পালন করছে। শুধুমাত্র বিজেপিই ''সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস''-এর ''মন্ত্র'' নিয়ে কাজ করছে... আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে হবে এবং আমাদের নিজেদের মধ্যেও আত্মদর্শন করতে হবে।' জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, ৯০ বার কংগ্রেস নির্বাচিত সরকারগুলিকে পতন করেছে। বিজেপি ১০ বছরের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছিল এবং তাও সংসদে বলে যে এটি অস্থায়ী এবং অপসারণ করা হবে। এখন তারা (বিরোধীরা) গণতন্ত্রের জন্য কাঁদতে শুরু করেছে এবং সংবিধানের রক্ষক হয়েছে... সংবিধানে লেখা আছে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ থাকবে না। তা লঙ্ঘন করে অন্ধ্রপ্রদেশে একবার নয় চারবার ধর্মের ভিত্তিতে রিজার্ভেশন দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সোনার বিস্কুট পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ, বিএসএফ-এর হাতে আটক বাংলাদেশি

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি.স.): যাত্রী বেশে সোনার বিস্কুট পাচার করার সময় বিএসএফের হাতে আটক এক বাংলাদেশী। ভারত বাংলাদেশের বনগাঁ পেট্রাপোল বন্দরের ঘটনা। বিএসএফ জানিয়েছে, পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে যাত্রী বেশে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসছিল ওই পাচারকারী। তল্লাশির সময় গোপনাঙ্গের মধ্যে দিয়ে ৬টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। যার ওজন ৭০০ গ্রাম , বর্তমানে ভারতীয় বাজারে যার মূল্য প্রায় ৫১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯১৩ টাকা। ধৃতের নাম মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। বাংলাদেশের ঢাকার বাসিন্দা সে। উদ্ধার হওয়ার সময় বিস্কুট ও ধৃত পাচারকারীকে পেট্রাপোল শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেয় বিএসএফের ১৪৫ নম্বর ব্যাটালিয়ন।

২১ জুলাই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন হবে: শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি. স.): নতুন কর্মসূচির ডাক দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার রাজভবনের সামনে ধর্না ছিল শুভেন্দুর। সেখান থেকেই ২১ জুলাই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করার ডাক দিলেন তিনি। উল্লেখ্য, ২১ জুলাই ধর্মতলায় প্রতি বছর শহীদ সমাবেশ করে থাকে তৃণমূল। এবার সেই দিনই রাস্তায় নামার ডাক দিলেন বিরোধী দলনেতা। এদিন রাজভবনের সামনে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু বলেন, এই উপনির্বাচনে যাঁরা ভোট দিতে পারেননি, যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন,

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:13/EE/MCD/PWD(R&B)/2024-25, Dated:-09-07-2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 23-07-2024 for the following works:-

1. DNIeT NO:- 02/EE/MCD/PWD(R&B)/2024-25. 2. DNIeT NO:- 03/EE/MCD/PWD(R&B)/2024-25.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436452719 (M) // 7005353321 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/ 921/24

Executive Engineer Medical College Division, PWD(R&B) Kunjaban, Agartala.

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কম সময়ে ওজন কমাতে চাইছেন ?

পুষ্টিবিদ নয়, ইদানীং অনেকেই ওজন ঝরাতে গুগ্লের উপর ভরসা রাখেন। এ ছাড়া ইউটিউবের ভিডিয়ো দেখেও অনেকেই কড়া ডায়েট শুরু করেন। তবে সবার শরীর আলাদা, আপনার শরীরের জন্যেও যে ইউটিউবের পন্থা কাজ করবে, এমন নয়। আর এখানেই অনেকে ভুল করে বসেন। সমাজমাধ্যমের উপর নির্ভর করে বানানো ডায়েট প্ল্যান শরীরে খারাপ প্রভাবও ফেলতে পারে।

পুষ্টিবিদদের মতে, রোগা হওয়ার এই পর্বে খাওয়াদাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কী খাচ্ছেন, কখন খাচ্ছেন এবং কতটা খাচ্ছেন, এই তিনটি বিষয়ের উপরেই নির্ভর করে আপনার রোগা হওয়ার সম্ভাবনা। এক এক জনের জন্য এক এক রকম ডায়েট প্ল্যান থাকলেও, পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, রোগা হতে চাইলে বাদ দিতে হবে সাদা রঙের তিনটি খাবার। জেনে নিন, ওজন ঝরানোর সময় কোন তিনটি সাদা খাবার সকলের জন্যই ক্ষতিকর।

সাদা চিনি: ওজন কমাতে হলে সবার আগে বন্ধ করতে হবে চিনি। জিমে গিয়ে যতই পরিশ্রম করুন না কেন, চিনি বা চিনিযুক্ত কেক, মাফিন, নরম পানীয় খাওয়া বন্ধ না করলে লাভের লাভ কিছুই হবে না। চিনি যে শুধু ওজন বাড়িয়ে দেয়, তা নয়। শরীরে হরমোনের ভারসাম্যও নষ্ট করে। মিষ্টি যদি একান্ত খেতেই হয়, তা হলে ম্যাপল সিরাপ, মধু কিংবা গুড় খেতে পারেন।

সাদা ভাত: সাদা ভাতে শর্করার মাত্রা বেশি। এই স্টার্চ ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে খুব সহজেই। ওজন ঝরানোর সময় ভাত খাওয়া একেবারে ছেড়ে না দিলেও তার পরিমাণ নিয়ে সতর্ক হতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই পরিমাণ মেপে খাওয়া হয় না। শুধু ওজন নয়, রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে দেয় ভাত। ডায়েটে যদি ভাত রাখতেই হয়, ব্রাউন রাইস খান। সাদা ভাত নয়।

সাদা পাউরুটি: সকালের জলখাবারে অনেকের বাড়িতেই পাউরুটির চল। কিন্তু রোগা হতে চাইলে প্রথমেই সাদা পাউরুটি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ময়দায় ফাইবার, ভিটামিন, খনিজ পদার্থের পরিমাণ বেশি। কিন্তু যখনই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা পাউরুটিতে পরিণত হয়, এর সব স্বাস্থ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই ওজন কমাতে চাইলে সাদা পাউরুটি এড়িয়ে চলা জরুরি।

নিজের ফোনে অন্যের চার্জার গুঁজলে কী হয় জানেন ?

নিজের ফোনে অন্যের চার্জার গুঁজলে কী হয় জানেন?কাজে বেরোনোর সময়ে রোজই এমন তাড়া থাকে যে কিছু না কিছু নিতে ভুলে যান। মাঝরাস্তায় গিয়ে মনে পড়লে আবার ফিরে আসতে হয়। তবে ফোন কিংবা ব্লুটুথ হেডসেটের চার্জার হলে আর ফেরার চিন্তা করেন না। অফিসে পৌঁছে কারও না কারও ফোনের চার্জার তো পেয়েই যাবেন। অন্য সংস্থার ফোন হলেও চার্জারের টাইপ একই রকম।

তাই ফোনের ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে, তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। তা ছাড়া ইদানীং বিভিন্ন সংস্থা "মাল্টিপ্ল" চার্জারও বাজারে নিয়ে এসেছে। যার সাহায্যে যে কোনও ধরনের ফোনেই চার্জ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সেগুলি কি আদৌ ফোনের ব্যাটারির জন্য ভাল? প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফোন কেনার সময়ে বক্সের মধ্যে যে চার্জার থাকে, সেগুলি একেবারেই নির্দিষ্ট ওই ফোনের উপযোগী করেই তৈরি করা হয়। টাইপ এক হলেও অন্য সংস্থার চার্জার কিন্তু ব্যাটারির উপর অতিরিক্ত চাপ ফেলতে পারে।

ফোনের জন্য নির্দিষ্ট চার্জার ব্যবহার না করলে কী কী সমস্যা হতে পারে? ১) এক সংস্থার ফোনে অন্য সংস্থার চার্জার ব্যবহার করলে চার্জ হয়তো হয়ে যাবে। কিন্তু কয়েক দিন পর থেকেই ব্যাটারির চার্জ ধরে রাখার সমস্যা বুঝতে পারবেন।

২) দীর্ঘ দিন এই ভাবে ফোনে অন্যের চার্জার ব্যবহার করলে ব্যাটারি ফুলেও যেতে পারে। টাইপ এক হলেও অন্য সংস্থার চার্জার কিন্তু ব্যাটারির উপর অতিরিক্ত চাপ ফেলতে পারে। ৩) কথা বলতে বলতে বা চার্জ দেওয়ার সময়ে ফোনে বিস্ফোরণ ঘটার উদাহরণ কারও অজানা নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনামি স্থানীয় কোনও সংস্থার চার্জার ব্যবহার করলে এই সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।

বিপদ এড়াতে কোন বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে?

ফোনের সঙ্গে নির্দিষ্ট চার্জার ব্যবহার করাই ভাল। তবে ফোনের চার্জারের ক্ষেত্রে যদিও সংস্থা নয়, "ওয়াট" গুরুত্বপূর্ণ। বিপদে পড়ে যদি অন্যের চার্জার ব্যবহার করতেই হয়, সে ক্ষেত্রে ফোনের ব্যাটারি এবং চার্জারের ওয়াট এক কিনা তা দেখে নিন। তা হলে বিপদ খানিকটা হলেও এড়ানো যেতে পারে।

ছোটদের ডায়রিয়া হলে কী করণীয়

ছোটদের ছোটখাটো শরীরখারাপ লেগেই থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হল পেট খারাপ বা ডায়রিয়া। বিশেষত, গরমে এর প্রকোপ বাড়ে। তবে ডায়রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত সেরে যায় এবং তেমন চিন্তার বিষয় হয় না। তবে কিছু ক্ষেত্রে তা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই জেনে নেওয়া যাক কেন হয় ডায়রিয়া? তা ঠেকানোর উপায়ই বা কী।

ডায়রিয়া কী?

দিনে তিন বা তার বেশি বার তরল মলত্যাগ করলে তাকে ডায়রিয়া বলেন চিকিতকেরা। এর সঙ্গে থাকতে পারে পেটে ব্যথা এবং বমির মতো উপসর্গ। তবে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী জানাচ্ছেন, সদ্যোজাত শিশু যারা মায়ের দুধ খায়, তারা দিনে দুইয়ের বেশি বার, কিছুটা তরল মলত্যাগ করতে পারে। পাশাপাশি, তাদের ক্ষেত্রে কখনও কখনও মলের রং কিছুটা সবুজ হতে পারে। তবে শিশু যদি স্বাভাবিক ভাবে খেলাধুলো করে এবং প্রস্রাবে অস্বাভাবিকতা না থাকে, তা হলে চিন্তার কোনও কারণ নেই বলেই জানাচ্ছেন চিকিতকেরা।

ডায়রিয়ার কারণ

বিভিন্ন বয়সের ছোটদর ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী ডায়রিয়ার কারণ আলাদা হতে পারে বলে জানাচ্ছেন শিশুরোগ চিকিৎসকেরা। সাধারণত ভাইরাস এবং ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণের জেরে ছোটদের ডায়রিয়া হয়ে থাকে। ভাইরাসের ক্ষেত্রে রোটাভাইরাস, অ্যাডিনোভাইরাস, নরওয়াক এবং এন্টেরোভাইরাসের কথা বলছেন চিকিৎসকেরা। তবে বর্তমানে রোটাভাইরাসের ভ্যাকসিন দেওয়া হয় শিশুদের। যে ভ্যাকসিনগুলি শিশুদের অবশ্যই দিতে হবে বলে সরকার নির্ধারণ করেছে, তার মধ্যেই পড়ে এটি। ভ্যাকসিন নেওয়ার ফলে এখন শিশুদের মধ্যে রোটাভাইরাস ঘটিত ডায়রিয়ার প্রকোপ কমেছে বলে চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন। ই কোলাই, সালমোনেলা, কলেরার ব্যাক্টিরিয়ার জন্যও ডায়রিয়া হতে পারে শিশুদের। এর পাশাপাশি, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অপূর্ব ঘোষ জানাচ্ছেন, কারও কারও ক্ষেত্রে জন্মগত কিছু কারণ যেমন দুধ, গমজাতীয় খাবারে অ্যালার্জি বা ইনটলারেন্স থেকেও হয় ডায়রিয়া। তিনি আরও জানাচ্ছেন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকা, ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজ, ক্ষুদ্রান্ত্রে সমস্যা, খাদ্য শোষণের সমস্যার মতো কিছু উপসর্গও থাকতে পারে এই রোগে।

লক্ষণ কী কী

বার বার তরল মলত্যাগ ছাড়াও মলের সঙ্গে রক্ত পড়া, পেটে ব্যথা, বমি হতে পারে ডায়রিয়ার জন্য। তবে ডায়রিয়ার সবচেয়ে গুরুতর লক্ষণ হল জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন। জলশূন্যতা বোঝা যাবে কী ভাবে ডা. অপূর্ব ঘোষ বললেন, জলশূন্যতার লক্ষণ হল ঠিক মতো প্রস্রাব না হওয়া, শিশুর মধ্যে আলস্য ভাব, চোখের

ওজন কমানোর যুগে মোটা হতে চান

ওজন কমানোর যুগে মোটা হতে চান হাতেগোনা কয়েকজন। যাঁরা চান তাঁদের সংখ্যালঘু বলা চলে। রোগা হওয়ার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেন না কেউই। ডায়েট থেকে শরীরচর্চা, জিমে যাওয়া, পরিমিত খাবার খাওয়া, বাইরের খাবার না খাওয়া ওজন ঝরাতে দীর্ঘ প্রচেষ্টা চলে। এত কিছু করেও অনেকে রোগা হতে পারেন না।

কিছু খেলেই যেন ওজন বেড়ে যায়। আবার এমনও অনেকে রয়েছেন, দেদার বাইরের খাবার খেয়ে, শরীরচর্চা না করেও মোটা হওয়ার কোনও লক্ষণ। দিনভর অনিয়মেও ছিপছিপে চেহারা ধরে রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা আবার নিজের চেহারা নিয়ে খুশি নন। কী ভাবে একটু মোটা হয়ে যায় সেই পথ খুঁজে চলেন। ওজন বাড়ানোর জন্য খাবার খান বেশি করে। ওজন বাড়ে এমন খাবারই খান নিয়মিত। তবে পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, মোটা হওয়ারও কিছু নিয়ম আছে, সেগুলি মেনে চলা জরুরি। শুধু খাবার খেয়ে মোটা হওয়া সম্ভব নয়।

প্রোটিন বেশি খান

মোটা হতে চাইলে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে হবে। রোগা হওয়ার পর্বে প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে ওজন বৃদ্ধি করতে প্রোটিন খেতে হবে অনেকটা বেশি পরিমাণে। মাংস, মাছ, ডিম, দুগ্ধজাত খাবার, ডালে প্রচুর প্রোটিন থাকে। এই খাবারগুলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রোজ খাওয়া জরুরি। প্রতি দিন ১.৫ গ্রাম তো প্রোটিন খেতেই হবে মোটা হতে চাইলে।

ঘন ঘন খেতে হবে

বেশি খাবার খাওয়ার মানে একসঙ্গে অনেক কিছু খেয়ে নেওয়া নয়। বারে বারে খান। সারা দিনে অন্তত ৬ বার অল্প অল্প করে খান। এর ফলে বেশি ক্যালোরি যাবে শরীরে। ওজনও বাড়বে ধীরে ধীরে।

স্বাস্থ্যকর ফ্যাট খান

রোগা হতে চাইলে ফ্যাট খাওয়া বন্ধ করতে হয়। কিন্তু মোটা হতে চাইলে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট খান বেশি করে। অ্যাভোকাডো, অলিভ অয়েল, বাদাম, বিভিন্ন ধরনের বীজে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট রয়েছে। এই খাবারগুলি বেশি করে খেতে পারেন।

পর্যাপ্ত ঘুম

শুধু খেলেই হবে না, মোটা হওয়ার জন্য ঘুমোতেও হবে ঠিকঠাক। পর্যাপ্ত ঘুমোলে শরীরের নানা ক্রিয়াকলাপ ঠিক থাকে। খিদে হবে। বিভিন্ন ধরনের হরমোন ক্ষরণেও কোনও বিঘ্ন ঘটবে না। সারা দিনে অন্তত ৭-৯ ঘণ্টা ঘুমোতে হবে।

গোলাপ জলের বদলে মাখুন চায়ের লিকার

যত রাতই হোক, কাজ থেকে বাড়ি ফিরে ক্লান্তি কাটাতে চায়ের কাপে চুমুক দিতে হবে। সারা দিনের ক্লান্তি কাটাতে, শরীর এবং মন ঝরঝরে করে তুলতে পারে চায়ের ঘ্রাণ। একই ভাবে ত্বকের ক্লান্তি কাটাতেও ইদানীং চায়ের লিকার ব্যবহার করতে বলেন ত্বকচর্চার বিশেষজ্ঞরা। ইদানীং ত্বকচর্চার এই নিদান ঘুরে বেড়াচ্ছে সমাজমাধ্যম জুড়ে।

ত্বকচর্চায় চায়ের লিকার ব্যবহার করাই যায়, তবে চা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। গ্রিন টি যেমন শরীরের জন্য ভাল, তেমন ত্বকের ক্ষেত্রেও এই চায়ের ভূমিকা রয়েছে। তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে এই চা। ক্যামোমাইল টি-ও এ ক্ষেত্রে ততটাই উপকারী। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য পেপারমিন্ট এবং ল্যাভেন্ডার টি বেশ ভাল। শুষ্ক ত্বকের জন্য অরেঞ্জ টি ব্যবহার করাই যায়। স্পর্শকাতর ত্বকের জন্য আবার তুলসী চা দারুণ কাজের।

কী ভাবে ব্যবহার করবেন চায়ের লিকার?

ত্বকের ধরন অনুযায়ী টি ব্যাগ বেছে নিন। তার পর ফুটন্ত জলে সেই ব্যাগ কিছু ক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। চা পাতা হলেও অসুবিধে নেই। মিনিট পাঁচেক পর ছেঁকে নিন। এ বার এই পানীয় একেবারে ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। একেবারে ঠান্ডা হলে ওই পানীয় স্প্রে বোতলে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। মাইল্ড কোনও ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে, ঠান্ডা চায়ের লিকার মুখে স্প্রে করতে পারেন। আবার, চায়ের লিকারে তুলো ভিজিয়ে মুখে মাখতে পারেন। এর উপর সিরাম কিংবা ময়েশ্চারাইজার মেখে সারা রাত রেখেও দিতে পারেন। তবে, এই ধরনের চায়ে প্রাকৃতিক উপাদানের মাত্রা বেশি। তাই স্পর্শকাতর ত্বকে অস্বস্তি হওয়া স্বাভাবিক। তেমন হলে চায়র লিকার মাখার মিনিট পাঁচেক পর মুখ ধুয়েও ফেলতে পারেন।

রাজমা দিয়েই বানিয়ে ফেলুন গৌলটি কবাব

কবাব মানেই কি কেবল মুরগি, পাঁঠা আর পনিরের দৌরাত্ম্য? একেবারেই না। ডাল দিয়েও কিন্তু বিভিন্ন স্বাদের কবাব তৈরি করা যায়। অনেক সময়ে বাড়িতে নিরামিষের দিনে ভাল-মন্দ কিছু খেতে মন চায়। চা কিংবা কফির সঙ্গে তখন সুস্বাদু কবাব পেলে আর কী বা চাই! বাড়িতে রাজমা থাকলে বানিয়ে নিতে পারেন গৌলটি কবাব।

রইল রেসিপি।

উপকরণ: রাজমা: ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ: ২টি (বড় মাপের),আদা বাটা: ১ চা চামচ,রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ,টম্যাটো পিউরি: ১/২ কাপ,লঙ্কা গুঁড়ো: ১/২ টেবিল চামচ হিং গুঁড়ো: ১/৪ চামচ,গোটা জিরে: ১ চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ,ভাজা জিরে গুঁড়ো: ১ চা চামচ, আমচুর গুঁড়ো: ১ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ, বিস্কুটের গুঁড়ো: ১ কাপ, সাদা তেল: ১ কাপ, নুন: স্বাদমতো প্রণালী: আগের রাতে রাজমা ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন প্রথমে প্রেশার কুকারে সামান্য নুন দিয়ে রাজমাগুলি সেদ্ধ করে নিন। জল ঝরিয়ে রাজমা বেটে নিতে হবে। এ বার একটি ননস্টিক পাত্রে তেল গরম করে হিং আর জিরার ফোড়ন দিন। তার পর কুচনো পেঁয়াজ লাল লাল করে ভেজে নিন। ওর মধ্যেই আদা, রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা কুচি আর সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। এ বার ওই মিশ্রণের মধ্যে টোম্যাটো পিউরি ঢালুন। আবার কষান, যত ক্ষণ না কড়াই তেল ছাড়ে। এ বার রাজমা বাটা দিয়ে আরও এক প্রস্ত কষান। গ্যাস থেকে নামিয়ে ওই মিশ্রণের সঙ্গে বিস্কুটের গুঁড়ো মিশিয়ে ছোট মণ্ড করে কবাব গড়ে নিন। এর পর অল্প তেল দিয়ে তাওয়াতে সেঁকে নিন ভাল করে। পেঁয়াজের রিং, লেবুর টুকরো আর চাটমশলা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন গরমাগরম রাজমা গলৌটি কাবাব।

শরীরে বিভিন্ন উপাদানের ঘাটতি পূরণ করতে বীজের ভূমিকা রয়েছে

শরীরে বিভিন্ন উপাদানের ঘাটতি পূরণ করতে বীজের ভূমিকা রয়েছে। সকালে উঠে এক দিন চিয়া ভেজানো জল খান, তো অন্য দিন তিসি বা ফ্ল্যাক্স সিড ভেজানো জল। শরীরের বাড়তি মেদ ঝরানো থেকে পেটের গোলমাল সামাল দেওয়া সবই করতে পারে এই সব বীজ।

ক্যালশিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম এবং ফসফরাস প্রায় একই রকম খনিজে সমৃদ্ধ চিয়া এবং ফ্ল্যাক্সসিড।

তবে এই দুই বীজের কাজ ভিন্ন।

চিয়া বীজ শরীরে কোন কোন কাজে লাগে?

চিয়া বীজের মধ্যে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, নানা রকম প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজে ভরপুর এই বীজ। এ ছাড়া এই বীজের মধ্যে ফাইবারের উপাদান বেশি। নিয়মিত চিয়া খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয়। এ ছাড়াও এই বীজের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। চিয়া বীজ রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। পাশাপাশি রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতেও পারে এই বীজ।

ফ্ল্যাক্সসিড শরীরে কোন কোন কাজে লাগে?

হজমের সমস্যা থাকলে তা নিরাময় করবে ফ্ল্যাক্স সিড বা তিসি বীজ। নিয়মিত তিসি খেলে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমাবে। এমনকি, ক্যানসারের ঝুঁকিও কমে এই বীজে। অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ফ্ল্যাক্স সিড। চিয়ার মতো তিসির মধ্যেও রয়েছে ওমেগা-৩ জাতীয় ফ্যাটি অ্যাসিড, যা উচ্চ রক্তচাপ, হাইপারটেনশনের ঝুঁকি কমায়। এই বীজের মধ্যে থাকা ফাইবার পেট অনেক ক্ষণ ভর্তি রাখে। পেট ভরা থাকলে বাইরের ভুলভাল খাবার খাওয়ার ইচ্ছাও কমে।

দু'মিনিটেই ফিরে পেতে পারেন গয়নার হারানো ঔজ্জ্বল্য

বিয়েবাড়ি হোক কিংবা রোজকার অফিসের সাজ তরুণীরা এখন সোনা ছেড়ে রুপোর দিকেই বেশি ঝুঁকছেন। এখন অনলাইনেই হোক কিংবা বাজার থেকে, রুপোর গয়না কেনার চলও বেড়েছে। শাড়ি থেকে ড্রেস, কুর্তি থেকে সালোয়ার সব ধরনের পোশাকের সঙ্গেই এখন রুপোর গয়নার আলাদা কদর। রুপোর তৈরি কানের ঝুমকো, হাতের বালা কিংবা গলার হার, সবই থাকছে নতুন প্রজন্মের মেয়েদের পছন্দের তালিকায়।

রুপোর গয়না পরতে ভালবাসলেও তা বাক্সে ভরে রেখে দিলে গয়নার উপর কালচে আস্তরণ পড়ে যায়। দীর্ঘ দিন পরে সেই গয়না বার করে পরতে গিয়ে দেখা যায়, সেটি ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। তবে সাধের গয়না মলিন হয়ে গিয়েছে ভেবে মনখারাপ করার কিছু নেই। কয়েকটি ঘরোয়া পদ্ধতিতে খুব সহজেই ফিরিয়ে আনতে পারেন রুপোর গয়নার জেল্লা। জেনে নিন, কোন উপায়ে দু'মিনিটেই ফিরে পেতে পারেন গয়নার হারানো ঔজ্জ্বল্য। একটি পাত্রে ভাল করে জল ফুটিয়ে নিন। এ বার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল কেটে কেটে গোলা বানিয়ে নিন। ফুটন্ত জলের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের গোলাগুলি দিয়ে দিন। জলের মধ্যে এক চামচ বেকিং সোডাও মিশিয়ে নিন। এ বার কালচে হয়ে পড়া গয়নাগুলি জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে মিনিট দুয়েক ভাল করে ফুটিয়ে নিন। এর পর জল থেকে বার করে নিয়ে ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিলেই চকচকে হয়ে যাবে পুরোনো গয়নাটি।

রবিবার ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের ৩য় বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

''বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪''-এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের দিন ঘোষণা

।।রাজীব দে।। ঢাকা, ১৪ জুলাই (হি.স.) : ঘোষণা হয়েছে ''বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪''-এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের দিন। ঢাকায় আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে কম্পিউটার কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে দেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আনুষ্ঠানিকভাবে ২৭ এবং ২৮ জুলাই অনুষ্ঠেয় ''বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪''-এর উদ্বোধন হবে বলে ঘোষণা করেছেন। এশিয়ার দ্রুতবর্ধনশীল সম্ভাবনার বাজারগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকো-সিস্টেমকে আরও উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে, ''স্মার্ট বাংলাদেশ : এন্ডলেস পসিবিলিটিজ'' থিম নিয়ে দ্বিতীয় বছরের মতো আয়োজন হচ্ছে ''বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট''। আইসিটি বিভাগের সেক্রেটারি এবং স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালন পর্ষদের চেয়ারম্যান শামসুল আরেফিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামি আহমেদ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এছাড়াও আয়োজকদের দিক থেকে উপস্থিত ছিলেন স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সামি আহমেদ, সামিটটির ইভেন্ট পার্টনার উইন্ডমিল অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাব্বির রহমান তানিম, কম্যুনিকেশন পার্টনার এশিয়াটিক মাইন্ডশেয়ার লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোরশেদ আলম এবং ম্যানেজিং পার্টনার তাসনুভা আহমেদ টিনা-সহ প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাওয়ারড বাই স্পন্সর এসবিকে টেক ভেঞ্চারস থেকে ফাউন্ডার অ্যান্ড ম্যানেজিং পার্টনার, সোনিয়া বশির কবির এবং সিইও অব এক্সেলারেট হার, মুনজারিন মাহবুব অবনি; প্রিমিয়াম স্পন্সরদের মধ্য থেকে 'আমি প্রবাসী লিমিটেড'-এর সিইও অ্যান্ড কো-ফাউন্ডার নামির আহমেদ নুরি এবং বিজনেস অপারেশন লিড, আহসানুল হক আদনান; নেক্সট ভেঞ্চারস-এর চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার সৈয়দ আবদুল্লাহ জায়েদ এবং চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার সৈয়দ আবদুল্লাহ গালিব। অনুষ্ঠানটি সামি আহমেদের স্বাগত বক্তব্য দিয়ে শুরু হয়। তার পর সামিট ইভেন্টের প্ল্যান এবং ডিজাইনের দিকগুলো নিয়ে আগত অতিথিদের সেখানে বিস্তারিত ধারণা দেন উইন্ডমিল-এর সাব্বির রহমান তানিম। দেশের বাইরে থেকে বিজনেস ও স্টার্টআপ জগতের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট এবং ইনভেস্টর অর্গানাইজেশনগুলো ইভেন্টে অংশ নিতে আসছেন, সে বিষয়েও জানানো হয়। মাইন্ডশেয়ার-এর মোরশেদ আলম তার বক্তব্যে, ''বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪'' সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন, সেই সাথে ইভেন্টের আগে-পরে এবং সমস্ত আয়োজন চলাকালে পুরো সামিটের বিষয়ে আগ্রহী এবং সংশ্লিষ্ট নাগরিক সহ সব মহলকে যথাযথভাবে অবগত করার পরিকল্পনা সবার সামনে তুলে ধরেন। বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট-এর ২০২৩ সালের ব্যাপক সাফল্যের ধারাবাহিকতায়, এ বছরের আয়োজনটি আন্তর্জাতিক কম্যুনিটির কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পেয়েছে। ১০০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারী নিয়ে বিশ্বব্যাপী দ্বিগুণ হয়েছে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা। সামিটে ৫৫ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং বিনিয়োগ সংস্থার পাশাপাশি বহু সংখ্যক অ্যাঞ্জেল বিনিয়োগকারী, স্টার্টআপ উৎসাহী এবং আন্তর্জাতিক স্টার্টআপ হোস্ট করবে। ভারতের ইউনিকর্ন স্টার্টআপ আপগ্রেড-এর এমডি মিস্টার মায়াঙ্ক, সিলিকন ভ্যালির গ্লোবাল স্টার্টআপস, বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতাদের মতো সম্মানিত ব্যক্তিরা মূল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থাকবেন। সারা বিশ্ব থেকে ১০০ জনেরও বেশি প্রসিদ্ধ বক্তা, ৩০ আকর্ষণীয় সেশনের প্রতিশ্রুতি এই আয়োজনকে আঞ্চলিক স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে পরিণত করেছে। সামিটে এআই অ্যান্ড টেকনোলজি, স্টার্টআপ এডুকেশন, দ্য আর্ট অব ফান্ডরেইজিং, ফিনটেক, এডটেক, ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি, ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট, লজিস্টিকস, মোবিলিটি অ্যান্ড ই-কমার্স, আরএমজি শোকেসিং এবং ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিটেক-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে কভার করে সেশনের আয়োজন থাকবে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য দিনব্যাপী শোকেস, প্রশিক্ষণ সেশন, নীতি আলোচনা এবং নেটওয়ার্কিং সুযোগ থাকবে। ইভেন্টটি বাংলাদেশ স্টার্টআপ আউটলুকের একটি উদ্বোধনী অধিবেশনের মাধ্যমে শুরু হবে। এর পর ''লেভারেজিং এআই ইন বাংলাদেশ : টুডে অ্যান্ড দ্য নেক্সট ফাইভ ইয়ারস''-এর সাথে এআই-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এছাড়া ''দ্য আর্ট অব ফান্ডরেইজিং'' এবং ''ফিউচার অব লার্নিং'' আলোচনার মাধ্যমে কভার করা হবে। বৈদ্যুতিক যানবাহন, কৃষি-প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ফিনটেক নিয়ে শিল্প-নির্দিষ্ট আলোচনা করা হবে। স্টার্টআপদের জন্য এআই-সক্ষম টেক প্রডাক্ট তৈরি করার এবং কার্যকরভাবে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম নেভিগেট করার নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থাকবে। নির্বাচিত স্টার্টআপগুলো সরাসরি অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের কাছে পিচ করার সুযোগ পাবে, যা তাদের বিনিয়োগ এবং সহযোগিতার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেবে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সামি আহমেদ দুই দিনব্যাপী সামিট-এর সুযোগ-সুবিধাগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দুদিনের সামিট থেকে এছাড়াও যা তাঁদের উদ্ভাবনী উদ্যোগের বৃদ্ধি এবং স্কেলিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ডিং সংগ্রহের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে। দুদিনের সামিট থেকে অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের সেরা দিকগুলো দেখার সাথে সাথে বিশ্বের শীর্ষ স্টার্টআপ লিডারদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাবেন। স্টার্টআপ ফাউন্ডাররা, ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের কাছ থেকে মার্কেটের সাম্প্রতিক অবস্থা, ব্যবসায়িক কৌশল এবং স্কেলিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংযোগের মাধ্যমে, উদ্যোক্তারা তাঁরা নেটওয়ার্কিঙের সুযোগ পাবেন, কার্যকর ফান্ডিং স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা পাবেন। তিনি জানান, এছাড়াও এক জায়গাতেই বহু সংখ্যক স্থানীয় এবং বৈশ্বিক ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের সাথে সংযোগের অনন্য সুযোগ পাবেন, যা তাঁদের উদ্ভাবনী উদ্যোগের বৃদ্ধি এবং স্কেলিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ডিং সংগ্রহের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে। সকল সম্ভাব্য উদ্যোক্তারা, তাদের আইডিয়াগুলোকে ইকোসিস্টেম লিডারদের সহায়তায় বাণিজ্যিক সমাধানে পরিণত করতে শিখবে। এই সামিটটি স্টার্টআপ বাংলাদেশের একটি ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ, যা বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের প্রবৃদ্ধির গল্প এবং অফুরন্ত সম্ভাবনার কথা তুলে ধরবে। মন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উদ্যোগটির প্রশংসা করে বলেন, 'বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪' আমাদের উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেমের বৈশ্বিক সম্ভাবনার একটি অনন্য সাক্ষ্য। উদ্ভাবক, বিনিয়োগকারী এবং নীতিনির্ধারকদের একত্রিত করে, ক্রমবর্ধমান স্টার্টআপ অঙ্গনে বাংলাদেশ নিজের অগ্রণী অবস্থান নিশ্চিত করেছে। এই সামিটটি আমাদের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধি এবং প্রচারকে ত্বরান্বিত করে, নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তা চেতনাকে উদ্দীপ্ত করবে। সামিটটি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, জ্ঞান বিনিময় সহজতর এবং স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে। এটি বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হিসেবে কাজ করবে। আমরা একসাথে বৈশ্বিক স্টার্টআপ ল্যান্ডস্কেপে বাংলাদেশকে অগ্রগণ্য অবস্থানে নিয়ে যেতে কাজ করে যাব। ''বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪'' ইভেন্টটিতে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাথে সিগনেচার স্পন্সর সুইস অ্যাম্বাসি, কম্যুনিকেশন পার্টনার মাইন্ডশেয়ার, ইভেন্ট পার্টনার উইন্ডমিল, ইকোসিস্টেম ইন্যাবলার পার্টনার ইয়ুথ কো : ল্যাব, হসপিটালিটি পার্টনার ইন্টারকন্টিনেন্টাল, নলেজ পার্টনার লাইটক্যাসেল এবং রেজিস্ট্রেশন পার্টনার সহজ সম্পৃক্ত আছে। ''বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪'' সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আপনার আসন সংরক্ষণের জন্য, ভিজিট [illegible], এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে এবং নিয়মিত আপডেটের জন্য স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলের সাথে সংযুক্ত থাকতে অনুরোধ করেছেন উদ্যোক্তারা।

দিল্লি সরকার রাজধানীর জনগণকে লুট করছে : বীরেন্দ্র সচদেবা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে আবারও আক্রমণ শানালেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। রবিবার এএপি সরকারের সমালোচনা করে বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, 'দিল্লি সরকার দিল্লির মানুষকে লুট করছে... বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষ হিমশিম খাচ্ছে। সততার সঙ্গে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকারী প্রত্যেকেই লুট হচ্ছে। পিপিএসি সারচার্জ ও পেনশন সারচার্জের নামে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা হচ্ছে।' বীরেন্দ্র সচদেবা আরও বলেছেন, 'দিল্লি সরকার এবং বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি এই অর্থ উপভোগ করছে... আগামীকাল, আমরা ১৪টি বিদ্যুৎ অফিসে প্রতিবাদ করব যতক্ষণ না পিপিএসি এবং পেনশন সারচার্জ প্রত্যাহার করা হয়। আমরা ডিআরসি চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছি এবং দিল্লি সরকার এবং বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি কীভাবে কেলেঙ্কারি করছে তার তদন্তের দাবি জানিয়েছি।'

অভিষেকেই শতরান করা প্রথম পাকিস্তানের ক্রিকেটার ইবাদুল্লা প্রয়াত

করাচি, ১৪ জুলাই (হি. স.): অভিষেকেই সেঞ্চুরি করা পাকিস্তানের প্রথম ক্রিকেটার ইবাদুল্লা চলে গেলেন। তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাত্র চারটি টেস্ট খেলেছেন। কিন্তু অভিষেকে সেঞ্চুরি করে রেকর্ডের পাতায় নাম তুলেছেন তিনি। ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে পাকিস্তানের হয়ে চারটি টেস্ট খেলে রান করেন ২৫৩। নেই কোনও অর্ধশতরান। সেঞ্চুরিও ওই একটিই। ১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে করাচিতে অভিষেক হয় তার। ম্যাচটির প্রথম ইনিংসে ১৬৬ রান করেন তিনি। আর তাতেই ইতিহাসের পাতায় নাম উঠে যায় তাঁর।

প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজস্থানের একাধিক এলাকা

জয়পুর, ১৪ জুলাই (হি. স.): কয়েক দিনের প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজস্থানের একাধিক এলাকা। তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। যার জেরে বিপন্ন জনজীবন। রবিবার ভারী বৃষ্টির জেরে রাজস্থানের পুরানো টঙ্ক এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে বলে জানা গেছে। জলমগ্ন পুরানো টঙ্ক এলাকার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, রাস্তা দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে জল। রাস্তার উপর একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্থানীয়রা। সেই জলে ভেসে যাচ্ছে রাস্তার যাবতীয় আবর্জনা। একটি মোটরবাইককেও জলের তোড়ে ভেসে যেতে দেখা গিয়েছে।

সাড়ে ৪ দশক পর খুললো জগন্নাথ মন্দিরের রত্ন ভাণ্ডারের দরজা

পুরী, ১৪ জুলাই (হি. স.): দীর্ঘ সাড়ে ৪ দশকের অপেক্ষার অবসান। অবশেষে খুললো পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্ন ভাণ্ডারের দরজা। রবিবার দুপুরে খোলা হয় এই রত্ন ভাণ্ডারের দরজা। জানা গেছে, শুভ তিথি মেনেই সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্ধারিত সময়েই এদিন খোলা হয় রত্ন ভাণ্ডারের দরজা। রত্ন ভাণ্ডারের দরজা খোলার আগেই সেখানে পৌঁছে যায় একাধিক সিন্দুক। রত্ন ভাণ্ডারের দরজা খোলার খবর পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালে শেষ বার খোলা হয়েছিল রত্নভাণ্ডার। তারপর থেকে তার দরজায় এতদিন তালা দেওয়াই থেকেছে। কিন্তু এবারে মন্দিরের মেরামতির কাজে পুনরায় খুলতে হলো এই রত্ন ভাণ্ডারের দরজা। ওড়িশা হাইকোর্টের বিস্তারিত নির্দেশিকা মেনেই মন্দির প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করবে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)। পুরীর জেলাশাসক সিদ্ধার্থশঙ্কর সোয়াইন আগেই জানিয়েছিলেন, আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েই রবিবার রত্নভাণ্ডার খুলব। নির্দিষ্ট নির্দেশিকা মেনে কাজ হবে। সেইমতোই এদিন নির্দিষ্ট সময়ে খুলে গেল রত্ন ভাণ্ডারের দরজা।

হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী ! চাঞ্চল্য বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ১৪ জুলাই (হি.স.) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উধাও রোগী! চাঞ্চল্য ছড়ালো দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সূত্রের খবর, গত আটদিন ধরে নিখোঁজ সুনীল ওড়াও নামের ওই রোগী। তাঁর বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের মালঞ্চা এলাকায়। কয়েকদিন আগেই বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন সুনীলবাবু। অভিযোগ, গত ৬ জুলাইয়ের মধ্যরাত থেকে নিখোঁজ তিনি। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও রোগীর খোঁজ মিলছে না। তাই রবিবার সুনীলবাবুর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এসে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক আদিবাসীরা। শুধুই বিক্ষোভ নয়, বাঁশ নিয়ে হাসপাতালে ভাঙচুরও চালান তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বালুরঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

কেরল ও কর্নাটকে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা, দিল্লিতে কোনও পূর্বাভাস নেই

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.): কেরল ও কর্নাটকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এছাড়াও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কোঙ্কন গোয়ায়। তবে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। রবিবার ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়া বিজ্ঞানী ডঃ নরেশ কুমার বলেছেন, 'বর্ষা রবিবার থেকে নিচের দিকে নামছে... আমরা আগামী কিছু দিনের জন্য উপকূলীয় কর্নাটক, কেরল, কোঙ্কন গোয়ার জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করছি। সেখানে ২০ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টি হতে পারে...দিল্লি-এনসিআরে আগামী কিছু দিন হালকা বৃষ্টি হবে। দিল্লির জন্য কোনও সতর্কতা নেই।'

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ! কুয়োর ঝাঁপ দিয়েও প্রাণে বাঁচলেন মা, মৃত্যু চার সন্তানের

ভোপাল, ১৪ জুলাই (হি.স.): স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। অপমান সহ্য না করতে পেরে চার সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন। তার পরেই কুয়োয় ঝাঁপ দেন এক মহিলা। প্রতিবেশীরা দৌড়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। কিন্তু, বাঁচানো যায়নি বাকিদের। চার শিশুর প্রাণ গিয়েছে কুয়োর জলে ডুবে। রবিবার রোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে। পুলিশ সূত্রে খবর, সুগনা বাঈ নামে বছর ৪০-র এক মহিলাকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করেন স্থানীয়েরা। কিন্তু তাঁর চার সন্তানই মারা গিয়েছে। ১১ বছরের অরবিন্দ, নয় বছরের অনুষা, ছয় বছরের বিট্টু এবং তিন বছরের কার্তিকের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, সুগনার সঙ্গে তাঁর স্বামী রোদুর অশান্তি হয়েছিল শনিবার। তার পরেই চার সন্তানকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ওই মহিলা। শনিবার চার সন্তানকে নিয়ে প্রাথমিক স্কুলের বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। সেখানে রাত কাটানোর পর রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ সন্তানদের নিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দেন ৪০ বছর বয়সি মহিলা। নিজে বেঁচে গেলেও, ৪ সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।

একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন থানে, সতর্কতা জারি

থানে, ১৪ জুলাই (হি. স.): একনাগাড়ে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ এলাকা। জলমগ্ন রাস্তাঘাট। বিপাকে সাধারণ মানুষ। শনিবারও একটানা বৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। রবিবারও অব্যাহত। জানা গেছে, টানা বৃষ্টির কারণে জলমগ্ন ভিওয়ান্ডি এলাকা। রাস্তার জমা জলে গাড়ি ভাসতে দেখছেন স্থানীয়রা। ঘরবন্দি হয়ে পড়েছেন ভিওয়ান্ডি এলাকার মানুষ। আগামী দু''দিনে আরও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে। জানা গেছে, স্থানীয়দের সতর্ক করেছে প্রশাসন।

'এক পেড় মা কে নাম': ইন্দোরে বৃক্ষরোপণ অমিত শাহের

ইন্দোর, ১৪ জুলাই (হি. স.): তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই কর্মসূচিকে স্মরণ করে রবিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে বৃক্ষরোপণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উল্লেখ্য, রবিবার মধ্যপ্রদেশ সফরে গেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আর এই সফরে গিয়েই গাছ লাগালেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মাসখানেক আগে যে কর্মসূচি শুরু করেছিলেন, এখন তাই মহীরূহ হয়ে উঠছে।

প্রাক্তন বিচারপতি রোহিত আর্য্য যোগ দিলেন বিজেপিতে

ভোপাল, ১৪ জুলাই (হি. স.): মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রোহিত আর্য্য যোগ দিলেন বিজেপিতে। রবিবার ভোপালে তিনি দলীয় সদস্যপদ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সাল থেকে তিনি বিচারব্যবস্থার কাজে যুক্ত ছিলেন। ২০০৩ সালে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে বরিষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে যোগ দেন। ২০১৩ সালে তিনি মধ্যপ্রদেশের হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে কাজ শুরু করেন। দু বছর পর সেখানেই তাঁকে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। মাস তিনেক আগে রোহিত আর্য্য বিচারপতি হিসেবে অবসর নেন।

হরিয়ানায় গাড়ি-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৩

মহেন্দ্রগড়, ১৪ জুলাই (হি. স.): ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে। রবিবার ভোরে একটি স্করপিও গাড়ি ও একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতেই মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। জানা গেছে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় পুলিশ। সেখানে গিয়ে ৪ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরমধ্যে চিকিৎসকরা তিনজনকে মৃত ঘোষণা করে। আরেকজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। যদিও কী কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইচ্ছে ছিল পুলিশ হওয়া, চুঁচুড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

হুগলি, ১৪ জুলাই (হি.স.): পুলিশের চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কিন্তু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল হুগলি জেলার চুঁচুড়ার এক যুবকের। মৃতের নাম আকাশ সিং। ২২ বছরের যুবক চুঁচুড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের দত্ত কলোনির বাসিন্দা। পরিবার জানিয়েছেন, স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে প্রতিদিন সকালে আকাশ দৌড়োতে যেতেন চুঁচুড়া কৃষি খামার এলাকায়। চুঁচুড়া স্টেশনের কাছে ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের ভিতর রয়েছে ওই খামার। রাস্তা ফাঁকা থাকে বলে জগিংয়ের জন্য আকাশেরা ওই জায়গা বেছে নেন। রবিবার সকালেও দৌড়তে গিয়েছিলেন ওই যুবক। সঙ্গে ছিলেন সাগর বিশ্বাস নামে এক যুবক। শরীরচর্চা শেষে নলকূপের জলে স্নান করেন তাঁরা। কিন্তু, রবিবার নলকূপের পাইপে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন আকাশ। বন্ধু বুঝতে পেরে রাস্তা থেকে টোটো ডেকে আনেন। এক কৃষক জমিতে কাজ করছিলেন। তাঁর সাহায্য নিয়ে বন্ধুকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যান সাগর। কিন্তু, চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন মৃত্যু হয়েছে আকাশের।

সিঁথি কাণ্ডে গ্রেফতার আরও দুই

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি. স.): আড়িয়াদহের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বাহুবলীদের গুন্ডাগিরির ছবি ভাইরাল হয়েছে। ঘটনাস্থল সিঁথি। অভিযোগ, ৫ লক্ষ টাকা তোলা না দেওয়ায় এক প্রোমোটারের অফিসে তাণ্ডব চালায় একদল দুষ্কৃতী। এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে কাশিপুর থানার পুলিশ। মূল অভিযুক্ত অভিজিৎ মণ্ডল ওরফে রানাকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করা হয়। সেদিনই গ্রেফতার করা হয়েছিল অন্য দুই অভিযুক্তকে। রবিবার সকালে গ্রেফতার করা হলো আরও দু'জনকে।

ঝেঁপে নামল বৃষ্টি, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে স্বস্তিদায়ক আবহাওয়া

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বর্ষার বৃষ্টি হচ্ছেই, বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। বৃষ্টির সৌজন্যে স্বস্তিদায়ক আবহাওয়া সর্বত্রই। রবিবার সকাল থেকেই কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে এদিন দুপুরেও। এরপর রবিবার বিকেলেও ঝেঁপে নামে বৃষ্টি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ে তুলনামূলক ভালোই বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে জয়নগর, কাকদ্বীপ, নামখানা সর্বত্রই। বেশ কিছু সময় চলে বৃষ্টি। এই বৃষ্টির ফলে বিকেলেই আঁধার নেমেছে।

রবিবার ইসকন মন্দিরে রাধা কৃষ্ণের এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, জীবন্ত দগ্ধ একাধিক গৃহপালিত প্রাণী

শ্রীনগর, ১৪ জুলাই (হি. স.): শনিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের হান্ডওয়ারায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পুড়ে ছাই ৮টি বাড়ি। আগুনের লেলিহান শিখায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় একাধিক গৃহপালিত প্রাণীর। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের হান্ডওয়ারায়। তবে কীভাবে এমন ভয়াবহ আগুন লাগল তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখের নিমেষে আগুন গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

মেটেলিতে চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

চালসা, ১৪ জুলাই (হি. স.): চা বাগানে ফের খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি চা বাগানের ঘটনা। বাগানে পাতা খাঁচায় রবিবার ওই চিতাবাঘটি ধরা পড়ে। জানা গেছে, এদিন স্থানীয়রা ওই এলাকায় চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পেয়ে দেখে একটি চিতাবাঘ খাঁচার ভেতরে আটকে পড়েছে। খবর দেওয়া হয় বন দফতরের খুনিয়া স্কোয়াডে। খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা এসে খাঁচা-সহ চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এদিনই সেটিকে গরুমারা অরণ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্র, জারি সতর্কতা

মুম্বই, ১৪ জুলাই (হি. স.): বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ এলাকা। রবিবার মহারাষ্ট্রের রায়গড়, রত্নগিরি, সিন্ধুদুর্গ জেলায় জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। জানা গেছে, উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দা ও মৎস্যজীবীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উত্তাল অবস্থা ভিওয়ান্ডির কামভারী নদী। ফলে প্লাবিত বহু এলাকা। রাস্তা জলমগ্ন। জলে অবরুদ্ধ হয়ে যানজট এলাকায়। কোমর সমান জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে স্থানীয়দের।

মণিপুরে জঙ্গি অ্যামবুশ, হত সিআরপিএফ জওয়ান

ইমফল, ১৪ জুলাই (হি.স.) : মণিপুরে ফের কুকি জঙ্গিরা আধাসামরিক বাহিনীর গাড়িকে লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। আজ রবিবার সকালে কুকি জঙ্গিদের অতর্কিত হামলায় মৃত্যুবরণ করেছেন সিআরপিএফ-এর জনৈক জওয়ান অজয়কুমার ঝা।

মুর্শিদাবাদে নদীতে নেমে তলিয়ে গেল ৪ শিশু, মৃত্যু একজনের

মুর্শিদাবাদ, ১৪ জুলাই (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলায় নদীতে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক শিশুর। নিখোঁজ আরও এক শিশু। রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের লালখানদিয়ারের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হাসপাতালে নার্সকে হেনস্থার অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি. স.): কর্তব্যরত নার্সকে হেনস্থার অভিযোগ সালারের পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সালার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। রবিবার সকাল থেকেই এই ঘটনার বিরুদ্ধে হাসপাতালের গেটের সামনে ধর্নায় বসে প্রতিবাদ দেখান হাসপাতালের নার্সরা। অভিযোগ, শনিবার রাতে শালার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেজিনা বিবি রাতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবায় অসন্তুষ্ট হয়ে কর্তব্যরত একজন নার্সকে হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। রবিবার সকাল থেকেই সেই ঘটনার প্রতিবাদে হাসপাতালে গেটের সামনেই ধর্নায় বসেন নার্সরা। তাঁদের দাবি, অভিযুক্ত প্রধানের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

বাতিল হাওড়া-ব্যান্ডেল শেষ লোকাল ট্রেন, রাতে চূড়ান্ত ভোগান্তি যাত্রীদের

হাওড়া, ১৪ জুলাই (হি.স.): শনিবার রাতে হঠাৎ করেই বাতিল হাওড়া-ব্যান্ডেল শেষ লোকাল ট্রেন। ফলে, চূড়ান্ত ভোগান্তিতে যাত্রীরা। এরপরেই হাওড়ার স্টেশন ম্যানেজারের অফিসের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। প্রতিদিন রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে হাওড়া থেকে রওনা হয় শেষ ব্যান্ডেল লোকাল। অভিযোগ, শনিবার রাতে আগাম কোনও ঘোষণা ছাড়াই ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করে রেল। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে যাত্রীরা হাওড়া স্টেশনে বিক্ষোভ দেখান। তবে, রেলের তরফে জানানো হয়েছে, হঠাৎ পাওয়ার ব্লকেজের কারণে ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এর জন্য রাতে আগে থেকে বাতিলের কথা ঘোষণা করা হয়। যাত্রীদের দাবি, এই কাজের জন্য অন্তত কয়েকঘণ্টা আগে জানানো দরকার ছিল।

রাজভবনের বাইরে ধর্নায় শুভেন্দু-সহ বিজেপি নেতারা, ভোট-হিংসায় প্রতিবাদ

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি.স.): লোকসভা ভোট মিটেছে অনেক দিন হল, তবুও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হিংসা থামছেই না। সর্বত্রই আক্রান্ত বিরোধী দলের নেতারা। বিজেপির বহু কর্মী এখনও ঘর-ছাড়া। এই ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর পাশাপাশি ধর্না মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন বিজেপির অনেক নেতাও। রাজভবনের সামনে ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সকাল ১০টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ধর্নায় বসতে পারবেন তিনি। সেই মতো রবিবার ধর্নায় বসেছেন তিনি।

লেক মলের কাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ফুল ব্যবসায়ীর, ছড়ালো চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি.স.): শনিবার কাশী বোস লেনে রাস্তা খুঁড়তেই উদ্ধার হয়েছিল এক মহিলার পচা গলা দেহ। তার রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার ভোরে লেক মলের সামনে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল আরও এক মৃতদেহ। রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মলের কাছের একটি গাছে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃত ওই ব্যক্তি পেশায় একজন ফুল ব্যবসায়ী। নাম বিশু হালদার। লেক মলের সামনেই রয়েছে তাঁর ফুলের দোকান। তিনি ব্যবসায় মন্দার জেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলেই জানা যাচ্ছে। এর জেরেই তিনি আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে খুন নাকি আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মুর্শিদাবাদে নদীতে নেমে তলিয়ে গেল ৪ শিশু, মৃত্যু একজনের

মুর্শিদাবাদ, ১৪ জুলাই (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলায় নদীতে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক শিশুর। নিখোঁজ আরও এক শিশু। রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের লালখানদিয়ারের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্নান করতে নামে চার শিশু। আর তারপর আচমকাই তলিয়ে যায়। স্থানীয়দের তৎপরতায় তিনজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। উদ্ধার হওয়া শিশুদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক এক শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর এক শিশু এখনও নিখোঁজ রয়েছে। নদীতে ওই শিশুর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিস ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর।

পালানোর চেষ্টা, এনকাউন্টারে খতম আর্মস্ট্রং হত্যাকান্ডের অভিযুক্ত

চেন্নাই, ১৪ জুলাই (হি. স.): তামিলনাড়ুর বিএসপি নেতা কে আর্মস্ট্রং হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়। এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া অন্যতম অভিযুক্ত রবিবার পুলিশের হাত থেকে পালাতে গিয়ে এনকাউন্টারে নিহত হন। রবিবার জানা গেছে, তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুরের কাছে অভিযুক্ত কে থিরুভেঙ্গদামকে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই নাকি আর্মস্ট্রংকে খুন করার পর অস্ত্রগুলি লুকিয়েছিলেন অভিযুক্তরা। পুলিশের সঙ্গে এখানে এসে পালাতে যান থিরুভেঙ্গদাম। আর তখনই পুলিশের গুলিতে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুণেতে ভূমিধস, জারি সতর্কতা

পুণে, ১৪ জুলাই (হি. স.): বিগত কয়েকদিন ধরেই দেশের একাধিক জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। মূলত উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশেই তার সংখ্যা বেশি। আর এবার পুণেতে ভূমিধসের ঘটনা ঘটলো। জানা গেছে, রবিবার সকালে পুণের আটকারওয়াড়ির কাছে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। আচমকা ধসে পড়ে পাহাড়ের একটা অংশ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার জেরে সিংহগড় ফোর্টের ট্রেকিংয়ের পথ এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

মণিপুরে সিআরপিএফ-এর ওপর কুকি জঙ্গি-হামলার তীব্র নিন্দা মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের, বলেছেন বৃথা যাবে না জওয়ানের আত্মবলিদান

ইমফল, ১৪ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং জিরিবাম জেলায় সিআরপিএফ-এর গাড়িকে লক্ষ্য করে কুকি জঙ্গিদের হামলাকে কাপুরুষোচিত আখ্যা দিয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। জঙ্গিদের গুলি হামলায় সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে আহত পুলিশকর্মীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যাডলে একটি পোস্ট করে ঘটনার নিন্দা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আজ জিরিবাম জেলায় সন্দেহভাজন সশস্ত্র কুকি জঙ্গিদের আক্রমণে একজন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। আমি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জওয়ানের সর্বোচ্চ আত্মবলিদান বৃথা যাবে না। আমি নিহত সেনানির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার গভীর আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং হামলায় আহতদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।’

বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পুণ্যার্থীরা, অমরনাথ যাত্রা চলছে নির্বিঘ্নেই

জম্মু, ১৪ জুলাই (হি.স.): সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। রবিবার সকালে অমরনাথের পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। পবিত্র অমরনাথ যাত্রার জন্য জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ৪,৪৪৯ জনের তীর্থযাত্রীর একটি দল রবিবার ভোরে রওনা হয়েছে। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে গাড়িতে চেপে পুণ্যার্থীরা রওনা হন। এদিন ভোরে ১৮৭টি গাড়িতে ওই পুণ্যার্থীরা রওনা হন। এর মধ্যে ১,৮৯৬ জন তীর্থযাত্রী বালতাল বেস ক্যাম্প এবং ২,৯৯৩ জন পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের অভিমুখে গিয়েছেন। সেখান থেকেই তাদের পরবর্তী যাত্রা শুরু হবে।অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে নিরাপত্তা অনেকটাই আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

এবার নিজের মাতৃভাষাতেই পরা যাবে হোয়াটঅ্যাপ মেসেজ

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.): হোয়াটঅ্যাপ! বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এ যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। আড্ডার আসরই হোক বা অফিসিয়াল কথোপকথন, ছবি-ভিডিও লেনদেনই হোক বা রোজগারের সুযোগ, ভিডিও কলে বর্তমানে ৩২ জনকে যুক্ত করতে দেওয়া, এমনকী সদ্য যোগ হওয়া ‘এআই’ ফিচার সবেই এখন একমেবাদ্বিতীয়ম মুঠো ফোনের এই অ্যাপ্লিকেশনটি। আবারও অ্যাপটিতে নতুন ফিচার যোগ করতে চলেছে জুকারবার্গের সংস্থা। নতুন এই ফিচারে নিজের মাতৃভাষাতেই মেসেজ পড়ার সুযোগ মিলবে। ব্যবহারকারীরা একটি নির্দিষ্ট অপশন অন করে দিলেই হল। সমস্ত মেসেজকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করে দেবে এই আপডেটেড ফিচার। আর এর ফলে ‘এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন’ও কোনওভাবেই ব্যাহত হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে ওয়াকিবহাল মহল। তাদের মতে, এর ফলে দারুণ সুবিধা মিলবে। অন্য কোনও ভাষার মেসেজকে নিজে যে ভাষায় স্বচ্ছন্দ, তাতে রূপান্তরিত করে নেওয়া যাবে।

মিলল আততায়ীর পরিচয়, ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি করেন ২০ বছরের যুবক ক্রুকস

পেনসিলভেনিয়া, ১৪ জুলাই (হি. স.): বন্দুকবাজের হামলায় আহত ডোনাল্ড ট্রাম্প । প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো আততায়ীর মৃত্যু হয়েছে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে। জানা গেছে, ট্রাম্পের উপর হামলা চালানো ওই যুবকের নাম টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস । বছর কুড়ির ওই যুবক ঘোষিত ট্রাম্প ও রিপাবলিক পার্টির বিরোধী । এর আগেও বিভিন্ন সময় ভিডিয়োবার্তায় ট্রাম্পের সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছে তাকে । উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রচারে পেনসিলভেনিয়ায় সেখানকার স্থানীয় সময় শনিবারে এক জনসভায় গিয়েছিলেন ট্রাম্প । মঞ্চে কথা বলতেও শুরু করেন । সে সময়েই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ক্রুকস । যদিও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁর কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় । দেখা যায়, ট্রাম্পের ডান কান গড়িয়ে রক্ত পড়ছে । প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ট্রাম্প ।

শান্তিপুরে বেপরোয়া গতির বলি দু’’জন, ঘাতক গাড়ির চালকও পলাতক

শান্তিপুর, ১৪ জুলাই (হি.স.): গাড়ির বেপরোয়া গতির জেরে নদিয়া জেলার শান্তিপুরে মৃত্যু হল দু’জনের। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে রবিবার ভোরে নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ফুলিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, রবিবার ভোরে বাসের জন্য স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিলেন এক ব্যক্তি। অন্যদিকে, সেখানেই প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন একজন। তখন প্রবল গতিতে রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগরমুখী একটি পিকআপ ভ্যান আসছিল। হঠাৎই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। গাড়িটি প্রাতঃভ্রমণ করতে আসা ব্যক্তিকে এবং বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষারত ওই যাত্রীকে ধাক্কা দেয়। তড়িঘড়ি তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এঁদের মধ্যে একজন মৃতের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাঁর নাম সুরজিৎ ঘোষ। বাড়ি ফুলিয়া বুইচা ঘোষপাড়া এলাকায়। অন্যজনের পরিচয় এখনও মেলেনি। শান্তিপুর থানার পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। যে গাড়িটি দুর্ঘটনাটি ঘটিয়েছে, তার খোঁজে তল্লাশিও চলছে বলে জানানো হয়েছে। ঘাতক গাড়ির চালকও পলাতক।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের

● প্রথম পাতার পর

খোলা হয়েছে। মেলা ও উৎসবের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এবছর মেলায় রেকর্ড সংখ্যক দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটবে বলে উদ্যোক্তারা আশা ব্যক্ত করেছেন।

প্রসঙ্গত এ বছর মেলা কমিটি দর্শনার্থীদের ১৫ হাজার চারা গাছ বিতরণ করবে। সাত দিনব্যাপী উৎসবের প্রথম দিনেই দর্শনার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

বামেদের ডাকা ১২

● প্রথম পাতার পর

বাজারে। এদিকে সোনামুড়াতে এদিন এই বনধকে কেন্দ্র করে যান চলাচল ছিল প্রায় স্তব্ধ। যদিও ছুটির দিন হয় এমনিতেই রাস্তায় জনসংখ্যা কম ছিল। তবে সিপিএমের ডাকা বনধের প্রভাবে সোনামুড়ার দোকান বাজার প্রায় বন্ধ ছিল বললেই চলে। স্থানীয় সিপিআইএম নেতা জানিয়েছেন, শনিবার রাতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বনধের সমর্থনে তেমন প্রচার সম্ভব না হলেও রবিবার বনধের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে সোনামুড়ায়।

যদিও রাজ্য সরকার বনধের বিরুদ্ধে নির্দেশিকা জারি করেছিল। জনজীবন স্বাভাবিক রাখারই বার্তা দিয়েছিল রাজ্য সরকার। সব মিলিয়ে বলা চলে বাম নেতা মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যে বনধের প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে বামফ্রন্ট। হাতেগোনা কয়েকটি জায়গা ছাড়া গোটা রাজ্যব্যাপী স্বাভাবিক ছিল জনজীবন।

ফের চুরিকান্ড উদয়পুরে পুলিশের

● প্রথম পাতার পর

কে পুর থানার অন্তর্গত একাধিক জায়গাতে এই ধরনের চুরির ঘটনার সংগঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটা ঘটনায় তদন্ত করেছে পুলিশ কিন্তু চুরি যাওয়ার সামগ্রী এবং চোরদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হচ্ছে পুলিশ। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তরা পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ ব্যক্ত করছেন।

চিনির পাচার ঘিরে ফের উত্তপ্ত

● প্রথম পাতার পর

বেশ কয়েকজন তার ওপর আক্রমণ চালায়। অভিযুক্তরা হলেন মোহাম্মদ হানিফ মিয়া, মোহাম্মদ হাম জালাল ও মোহাম্মদ মুতারেল। অভিযুক্ত আক্রমণকারীদের হাত থেকে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে থানায় আশ্রয় নেয় আক্রান্ত যুবক। পরে পুলিশ থাকে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় জিবিপি হাসপাতালে তাকে রেফার করা হয়েছে।

তবে ওই আক্রান্ত যুবক এত পরিমান চিনি নিয়ে কেন যাচ্ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও সে চিনির ব্যবসায়ী নয় বলে জানা গেছে।

রাজ্যে নির্বাচনের কোন

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসকদল বিজেপি সারা রাজ্যে একটা অরাজকতার পরিবেশ তৈরি করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার জন্য সারা রাজ্যের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যাচ্ছে আর তার ফলে গতকাল বিলোনিয়ায় সিপিআইএম দলের নেতা বাদল শীল কে বিজেপির সমাজদ্রোহীদের হামলায় নিহত হয়েছেন। এটা কোন ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।এ রকম ঘটনা উদয়পুর টেপানিয়া আর ডি ব্লকে বিডিও র কক্ষে সর্ব দলীয় মিটিং চলার সময় বিজেপির সমাজদ্রোহীদের দ্বারা বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, বিজেপি চাইছে ভয় ভিতি দেখিয়ে নির্বাচন প্রহসনে পরিণত করে ভোট লোট করার জন্য।আশীষ বাবু বলেন রাজ্যের সমস্ত ঘটনা জানিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ ডিজিকে সমস্ত ঘটনা জানানো হলে ও কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় নি।তিনি পুলিশ প্রসাশন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে রাজ্যের সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে অনুরোধ করেন।

আশীষ কুমার সাহা আগুনে পুড়ে যাওয়া গোমতী জেলা অফিস ঘুরে দেখেন এবং দলীয় নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষন কথা বলে নির্বাচনে দলীয় কর্মীদের কি ভূমিকা পালন করতে হবে সেই বিষয়ে মতপ্রকাশ করেন। জাতীয় কংগ্রেস দলের রাজ্য সভাপতি আশীষ কুমার সাহার সঙ্গে গোমতী জেলার সভাপতি টিটন পাল সহ দলীয় নেতৃত্বরা ছিলেন উপস্থিত।

বন্দুকবাজের গুলিতে

● প্রথম পাতার পর

পেনসিলভেনিয়ার বাটলারের একটি সভায় গিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাঁর কথা শোনার জন্য প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়েছিল। মঞ্চে উঠে তিনি কথা বলতে শুরু করলে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। দেখা যায়, ট্রাম্পের কানের পাশ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। তিনি হাত দিয়ে কান চেপে ধরেন। দ্রুত সেখান থেকে ট্রাম্পকে সরিয়ে নিয়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত এবং তাঁর এক সঙ্গী নিহত হয়েছেন।

অপরদিকে, বন্দুকবাজের হামলায় আহত ডোনাল্ড ট্রাম্প । প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো আততায়ীর মৃত্যু হয়েছে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে। জানা গেছে, ট্রাম্পের উপর হামলা চালানো ওই যুবকের নাম টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস । বছর কুড়ির ওই যুবক ঘোষিত ট্রাম্প ও রিপাবলিক পার্টির বিরোধী । এর আগেও বিভিন্ন সময় ভিডিয়োবার্তায় ট্রাম্পের সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছে তাকে । উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রচারে পেনসিলভেনিয়ায় সেখানকার স্থানীয় সময় শনিবারে এক জনসভায় গিয়েছিলেন ট্রাম্প । মঞ্চে কথা বলতেও শুরু করেন । সে সময়েই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ক্রুকস । যদিও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁর কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় । দেখা যায়, ট্রাম্পের ডান কান গড়িয়ে রক্ত পড়ছে । প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ট্রাম্প ।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত

● প্রথম পাতার পর

এক সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, ৮টি জেলা পরিষদের ১১৬ আসনের জন্য প্রার্থীর নাম, ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতির ৪২৩ টি আসনের জন্য দলের নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম এবং ৬০৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২৭০ আসনে প্রার্থীর নাম এদিন ঘোষণা করেন। এদিন তিনি উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রদেশ সভাপতির পৌরহিত্বে গতকাল তিনদিন ধরে গভীর রাত অবধি প্রার্থী বাছাই করার কাজ সমাপ্ত করা হয়। দলের তরফ থেকে প্রভারীরা প্রতিটি আসন থেকে তিনজন করে প্রার্থীর নাম এনে নির্বাচনী কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তাদের যোগ্যতা, দলের প্রতি কর্মদক্ষতা এবং সার্বিক দিক বিবেচনা করে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

তিনি আরো বলেন ,১৮ জুলাইয়ের মধ্যেই প্রতিটি আসনের প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা করবেন। বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের মতোই রাজ্যের সবকটি পঞ্চায়েতে জয় যুক্তভাবে বিজেপি দল এমনটাই আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

কৈলাসহরের স্বস্তি হেলথ কেয়ারে

● আটের পাতার পর

রক্ত শূন্যতার কারনে আজকের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। আর তাই প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর তাদের নার্সিং হোমের পক্ষ থেকে রক্তদানের আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। আর তাই সবাইকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন ডাঃ সুমিত দাস। আজ প্রায় কুড়িজন রক্তদাতারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ক্রীড়াঙ্গন

অল ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং অ্যাসো-র রাজ্য কমিটি পুনর্গঠিত, আগস্টে রাজ্য আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বডি বিল্ডিং এর রাজ্য আসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী আগস্ট মাসে। দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। তবে এর জন্য রাজ্য সংস্থার পুনর্গঠিত কমিটি অতি সম্প্রতি বৈঠকে বসে তার দিনক্ষণ চূড়ান্ত করবে।

পাশাপাশি আগরতলায় 'মিস্টার ইন্ডিয়া' আয়োজনের প্রস্তাব নিয়েও পজিটিভ চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডিং ফেডারেশন এর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে আগামী সময়ে বিষয়টা চূড়ান্ত রূপ পাবে বলে পুনর্গঠিত কমিটির পক্ষ থেকে জনৈক মুখপাত্র ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, আজ দুপুরে আগরতলায় এক অভিজাত হোটেলের কনফারেন্স হলে সংস্থার রাজ্য সম্মেলনে ২১ সদস্য বিশিষ্ট অল ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। চলতি ২০২৪ থেকে ৪ বছরের জন্য অর্থাৎ২০২৮ পর্যন্ত এই পুনর্গঠিত কমিটিতে সভাপতি ডঃ দিলীপ দাস, সাধারণ সম্পাদক বাদল সাহা এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে রাজীব সাহা মনোনীত হয়েছেন। এছাড়া, উপদেষ্টা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয়েছেন শঙ্কর রায়। রবিবার অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, সহ-সভাপতি স্বপন সাহা, সম্পাদক সুজিত রায়, বিপ্লব দত্ত, মিহির শীল, স্পোর্টস সেলের কমল দে সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত তেলিয়ামুড়ায় বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশ্ব উষ্ণায়নের ভ্রুকুটিতে বৃক্ষরোপণ এখন শুধু উৎসব নয়, অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছে। সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে বৃক্ষরোপণ ও তার পরিচর্যা মূলক কর্মসূচিতে নিজেদের জড়ানো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সময় উপযোগী। খোয়াই জেলা বডি বিল্ডারস এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশন রবিবার সকালে এমনই একটি আবশ্যকীয় ও সময়োপযোগী বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

তেলিয়ামুড়ায় অনুষ্ঠিত এই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে রাজ্য বডি বিল্ডারস এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এবং আয়োজক খোয়াই জেলার বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভাতৃ প্রতিম অন্যান্য জেলার প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আয়োজকদের ভূয়ষী প্রশংসা করে আগামী দিনেও এ ধরনের কর্মকান্ড জারি থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

সি ডিভিশন লিগ ফুটবল : এক ম্যাচ বাকি থাকতেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সরোজ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ঘরোয়া সি-ডিভিশন লিগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় দল হিসেবে বি-গ্রুপ থেকে ফাইনালে জায়গা করে নিলো সরোজ সংঘ। লিগে বি-গ্রুপের লড়াইয়ে রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে মুখোমুখি হয় স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ও সরোজ সংঘ। এদিনের ম্যাচটি ছিলো স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের কাছে লড়াইয়ে টিকে থাকার ম্যাচ, অন্যদিকে সরোজ সংঘের কাছে ছিলো ফাইনাল খেলা নিশ্চিত করার। ফলে একপ্রকার মরন-বাচার লড়াই ছিলো স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের কাছে। এদিনের ম্যাচে নামার আগে গ্রুপ লিগে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের সংগ্রহে ছিলো ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট, অন্যদিকে সরোজ সংঘের সংগ্রহে ছিলো ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট। ফলে জয় ছাড়া বিকল্প ছিলো না স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের কাছে। এই ম্যাচেই সরোজ সংঘের কাছে ২-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয়ে ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে এবছর ফুটবল মরশুম শেষ করলো স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। যদিও এদিনের ম্যাচটি লড়াই করেছিলো উভয় দলের ফুটবলাররা। শেষ পর্যন্ত লড়াই করে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব কে পরাজিত করলো সরোজ সংঘ। ম্যাচে বিজয়ী দলের হয়ে গোল দুটি করে খেলার ৬৫ মিনিটে বিপ্লব দেববর্মা ও ৮৭ মিনিটে মনীষ দেববর্মা। সি-ডিভিশন এই ফুটবল আসরে বি-গ্রুপে টানা ৬ ম্যাচে জয় লাভ করে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে, ১ ম্যাচ বাকি থাকতেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফাইনাল খেলার পাশাপাশি আগামি বছর বি-ডিভিশন জায়গা করে

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সাঁতার সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দুদিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। ত্রিপুরা অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ৩১ তম জুনিয়র ও ৫৫ তম সিনিয়র এবং ওপেন বিভাগে দুদিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় মূলতঃ স্পোর্টস স্কুলের পাশাপাশি পশ্চিম জেলা ও গোমতী জেলার সাঁতারুরা নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স তুলে ধরে সাফল্য বজায় রেখেছে। সারা রাজ্য থেকে এই আসরে প্রায় ২০০ জন সাঁতারু এবং অফিসিয়াল অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে একমাত্র খোয়াই জেলা ব্যতিরেকে বাকি সাতটি জেলার টিম এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, সাই স্যাগ ও ত্রিপুরা পুলিশ এর সাঁতারুরা অংশগ্রহণ করেছেন।

শনিবার প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে ১৮ টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা শেষ হলে সেগুলোর সাফল্য অর্জনকারীদের হাতে যেমন প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

তেমনি রবিবারে অবশিষ্ট ইভেন্ট গুলোর প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য, এবারকার আসরে স্পোর্টস স্কুলের সানমুন ত্রিপুরা ও জাহির হোসেন দুর্দান্ত দাপট দেখিয়ে যথাক্রমে জুনিয়র এবং সিনিয়র বিভাগের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন রেকর্ড গড়ে আগামী দিনে জাতীয় আসরের জন্য রাজ্য দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষ্যে নির্বাচকদের নজর কেড়ে নিয়েছেন।

কলকাতা লিগে জয়ের ধারা অব্যাহত মহামেডানের

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি.স.): রবিবার কলকাতা লিগে মহামেডান স্পোর্টিং ও সাদার্ন সমিতি ম্যাচে চারটি গোল হল। এই ম্যাচে মহামেডান স্পোর্টিং ৩-১ গোলে হারাল সাদার্নকে। ফলে পাঁচ ম্যাচে দশ পয়েন্ট হল সাদা-কালো শিবিরের। মহামেডান স্পোর্টিং এর হয়ে গোল করেন রবিনসন, ইসরাফিল, কিমা। আর সারদান সমিতির হয়ে গোল করেন আলসিয়াস।

ইউরো ফাইনাল: স্পেনকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে ইয়ামাল

বার্লিন, ১৪ জুলাই (হি.স.): বার্সেলোনা তারকা ইয়ামাল। এই ১৬ বছরের কিশোরই স্বপ্ন দেখাচ্ছেন স্পেনকে। কারন এক যুগ পর স্প্যানিশদের ইউরোর ফাইনালে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। গত বছর বার্সার জার্সিতে অভিষেকের পর থেকেই একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন লামিনে। এসেছেন বিশেষজ্ঞদের আলোচনায়। ইউরোয় ফ্রান্সের বিপক্ষে সমতায় ফেরানো বাঁ পায়ের অসাধারণ বাঁকানো সেই গোলটির পর থেকে তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত বিশেষজ্ঞরা। ইউরোর স্কোয়াডে ইয়ামালের মতো তরুণদেরই প্রাধান্য দিয়েছেন স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। তার সাফল্যও তিনি পেয়ে চলেছেন। আর এই তরুণদের হাত ধরে নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে স্প্যানিশরা। ১৪ জুলাইয়ের ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারাতে পারলে তরুন ইয়ামাল স্বাদ পাবেন প্রথম ইউরোর।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

চোখের জলে শেষ শ্রদ্ধা বাদলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বামফ্রন্টের হয়ে বিলোনিয়া থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন বাদল শীল। এই অপরাধে কিছু দুষ্কৃতিকারী উনাকে শারীরিকভাবে আঘাত করে। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় গতকালকে ওনার মৃত্যু হয়। আজ সকালে উনার মরদেহ সিপিআইএম সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে ওনার মরদেহ দলীয় পতাকা দিয়ে ঢেকে দেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, বামফ্রন্ট আহবায়ক নারায়ণ কর।

পরবর্তীতে উনার প্রতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার থেকে শুরু করে সকল নেতৃত্ব শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। সেখান থেকে মিছিল করে নাগেরজলা পর্যন্ত উনার মরদেহ নিয়ে আসা হয়। তারপর বিলোনিয়ার উদ্দেশ্যে উনার দেহ নিয়ে রওনা দেন পার্টি কর্মীসহ পরিবারের লোকেরা। এই মৃত্যু নিয়ে বলতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্রের ধারাবাহিক মৃত্যু হচ্ছে। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে যে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে এটা তারই প্রতিফলন। পাশাপাশি উনি বিজেপি সরকারকে লক্ষ্য করে বলেন যে দল দেড় মাস আগে ৮০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছে তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনগণের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে।

রবিবার থেকে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব। ছবি- নিজস্ব।

আজকের এই দিন জনজাতিদের ইতিহাস বর্ণনা করে: প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। রবিবার থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা ও মেলা। এদিন সকালে চৌদ্দ দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়েছেন তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন।

মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি বলেন, আজকের দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন জনজাতিদের কাছে। প্রাচীনকাল থেকে এই পুজো হয়ে আসছে। জনজাতিদের উৎসব খার্চি পূজা রাজ্যের এক ঐতিহ্যবাহী উৎসব। এই উৎসবের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় ত্রিপুরার রাজারা জনজাতি ছিলেন। তাই জনজাতিদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে এই খার্চি পূজাই জনজাতিদের ইতিহাস বর্ণনা করে। জনজাতিরা ১০ - ১৫ আগে তৈরি হওয়া কোন সম্প্রদায় নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে জনজাতিরা বহু যুগ ধরে জড়িয়ে আছে। তাই তিনি নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত বলে জানান।

তিনি বলেন, চৌদ্দ দেবতার মন্দিরের যারা চন্তাই রয়েছেন তাদের জন্য ইতিমধ্যেই স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে চন্তাইদের আরো সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে প্রদেশ তৃণমূলের স্মারক লিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী দলের প্রার্থী ও কর্মীদের নিরাপত্তা সহ পাঁচ দফা দাবিতে সারা রাজ্যে ব্লকের বিডিও র মাধ্যমে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রদান করা করে ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস। আজ এক বিবৃতিতে কি খবর জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পান্না দেব। পাঁচ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে ত্রিস্তরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীদের অনলাইনে নোমিনেশন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে পৃথক দিনে পৃথক সময়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীগণকে নমিনেশন দেওয়ার সময় নির্ধারণ করে দেওয়া সহ পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত স্মারক লিপি পেশ করা হয়।

এলাকার একমাত্র ঝুলন্ত ব্রিজের ভগ্ন দশা বিপাকে এলাকাবাসী, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। প্রায় ১৫ বছর আগে আর ডি দপ্তর উদয়পুর শালগড়া আমতলী - কুশামারা যাবার জন্য একটি ঝুলন্ত ব্রিজ তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে এলাকার লোকজন গোমতী নদীর উপর দিয়ে বর্ষায় কষ্ট করে যেতে না হয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ৫-৬ মাস সময় ধরে এই ব্রিজটি ভগ্ন দশায়। ফলে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সাধারণ মানুষজনকে।

এই ঝুলন্ত ব্রিজটি তৈরি হবার পর এলাকার লোকজনদের যেমন যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে তেমনি বিশেষ করে আমতলী ও কুশামারার এই পঞ্চায়েতের যে সমস্ত কৃষকরা রয়েছেন তাদের উৎপাদিত ফসল যাতে এই ব্রীজ দিয়ে অতি তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে বাজারজাত করতে পারে সেই লক্ষ নিয়ে এই ঝুলন্ত ব্রিজটি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছিল।

এবিষয়ে এলাকার জনৈক ব্যক্তি সুকুমার দাস জানান, আমতলী গ্রাম পঞ্চায়েত ও কুশামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকসংখ্যা প্রায় আট হাজার হবে।

এই ঝুলন্ত ব্রিজটি নষ্ট হয়ে যাবার ফলে দুই পঞ্চায়েতের লোকজনদের আসা যাবার জন্য যেমন অসুবিধা হচ্ছে তেমনি রোগীদের নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে কারন তিন চাকার যানবাহন নিয়ে আর আগের মতো এলাকাগুলিতে যাওয়া যাচ্ছে না। বাইসাইকেল নিয়ে যেতে প্রায় প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এলাকার গ্রামের প্রধান কিংবা প্রশাসনের লোকজন এই ভাঙা ঝুলন্ত ব্রিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও এই ব্রীজটি মেরামত করার জন্য কোন উদ্যোগ নেননি বলে লোকজনদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ।

এলাকাবাসীদের তরফে দাবি জানানো হয়েছে, আরডি দপ্তর কিংবা অন্য কোন দপ্তর যেন উদ্যোগ নিয়ে এই ঝুলন্ত ব্রিজটি মেরামত করে দেয়।

রেললাইন সংলগ্ন এলাকা থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। সেকেরকোটে রেললাইন সংলগ্ন এলাকা থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যুবকটিকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রেল লাইনের পাশে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে পরিকল্পিত খুন বলে অভিযোগ ওই যুবকের পরিবারের লোকজনদের। জানা গেছে, কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত ছনখলা এলাকার প্রমোদ কুমার বিশ্বাস নামে এক বিবাহিত যুবক সেকেরকোট রেলওয়ে স্টেশনে প্রতিদিন রাতে নাইটগার্ডের কাজ করতো। সে অন্যান্যদিনের মত শনিবার সন্ধ্যায় কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যায়।

শনিবার গভীর রাতে প্রমোদ কুমার বিশ্বাসের বাড়িতে খবর আসে যে রেল লাইনের পাশে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সেই খবর পাওয়া মাত্রই তার পরিবারের লোকজনসহ স্থানীয় এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং খবর দেওয়া হয় আমতলী থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রাতেই ছুটে যায় আমতলী থানার পুলিশ। পরে প্রমোদ কুমার বিশ্বাসের মৃতদেহ উদ্ধার করে হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রবিবার সকালে মৃত যুবকের পরিবারের লোকজন সহ স্থানীয় এলাকাবাসীরা আমতলী থানায় এসে খুনের অভিযোগ এনে লিখিত আকারে মামলা দায়ের করে। তাদের অভিযোগ প্রমোদ কুমার বিশ্বাসকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে খুন করে সেকেরকোট এলাকায় রেল লাইনের পাশে ফেলে রাখা হয়েছে। তাদের অভিযোগ রেল লাইনের পাশে ওই যুবকের মৃতদেহ যেভাবে দেখতে পেয়েছে এভাবে রেলে কাটা পড়া দেহ পড়ে থাকে না। প্রমোদ কুমার বিশ্বাসের এক ভাই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করতে গিয়ে জানিয়েছেন যারা এই ধরনের ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের যেন আইন অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা করে পুলিশ। মৃত্যুকালে প্রমোদ কুমার বিশ্বাস মৃত্যুকালে স্ত্রী পুত্র রেখে গেছেন। রবিবার তার মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় আমতলী থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। এদিকে প্রমোদ কুমার বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

জিবি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস পরিষেবা নিয়ে বাড়ছে রোগীদের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। জিবি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস পরিষেবা নিতে এসে হয়রানির শিকার রোগীসহ আত্মীয় পরিজনরা। অভিযোগ পরিষেবা গ্রহণ করতে এসে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে রোগীরা।

রবিবার সকাল ৮টায় ডায়ালিসিস করতে আসার পর রোগীদের জানিয়ে দেওয়া হয় জলের পাম্প বিকল হয়ে আছে। অবশেষে রোগীরা বাধ্য হয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। দুপুর ১টার সময় চালু করা হয় পরিষেবা। এতেই বেশ কয়েকজন রোগী অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর অভিযোগ আগে ডায়ালাইসিসের জন্য চার ঘন্টা সময় দেওয়া হতো কিন্তু সেই সময় পরিবর্তন করে আড়াই ঘন্টা দেওয়া হয় এতেই রোগীরা আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছে বলেই অভিযোগ।

এই সময় কমিয়ে দেওয়ার ফলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন ডায়ালাইসিস গ্রহণ করতে আসা রোগীরা।

প্রতিদিন দূর দূরান্ত থেকে রোগীরা ডায়ালাইসিস পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য জিবিপি হাসপাতালে ছুটে আসেন। কিন্তু তারপরেও সঠিকভাবে পরিষেবা পাচ্ছেন না তারা। যার ফলে আর্থিক ক্ষতিসহ রোগীদের বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার দাবী জানিয়েছেন রোগীরা।

কৈলাসহরের স্বস্তি হেলথ কেয়ারে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ জুলাই।। রবিবার দুপুরবেলা কৈলাসহর জিতুদীঘির পার এলাকায় অবস্থিত স্বস্তি হেলথ কেয়ারে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেব রায়, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্যামল দাস, সমাজসেবী অরুণ সাহা, কৈলাসহর ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ডা: প্রসেনজিৎ দাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বস্তি হেলথ কেয়ারের কর্ণধার ডা: সুমিত দাস। স্বাগত বক্তব্যে ডা: সুমিত দাস বলেন রক্তের চাহিদা মেটাতে আজকের রক্তদান শিবির। হাসপাতাল গুলোতে কিছুটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রাফিকের লাঠির আঘাতে আহত যুবক, ক্ষোভ জনগণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ জুলাই।। অমানবিক ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা ঘিরে ধর্মনগরের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাফিক আইন অমান্য করায় এক যুবককে লাঠির আঘাতে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, মোবাইল ডিউটিরত ট্রাফিক পুলিশের অমানবিক আচরণে আহত প্রাপ্ত হয়েছে এক যুবক। ঘটনা গতকাল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ধর্মনগর কৃষ্ণপুর রোডের রাজবাড়ী এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যুব রাজনগর থেকে কৃষ্ণপুর হয়ে ধর্মনগর এর অভিমুখে আসার সময় রাজবাড়ীর ট্রাই জংশন এলাকায় ডিউটিরত ট্রাফিক পুলিশ এক বাইক চালককে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়। সে বাইক ঘুরিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলে পেছন দিক থেকে এসে ডিউটিরত পুলিশকর্মী বাইক আরোহী এক যুবকের মাথার পেছনে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবক পুলিশের লাঠির ঘা খেয়ে বাইক নিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়, মাথায় এবং পায়ে আঘাত লাগে তার এবং আহত হয় ওই যুবক। এই দৃশ্য দেখে পথ চলতি জনগণ এগিয়ে এসে তার প্রতিবাদ জানায়। নিমেষের মধ্যে ঘটনাস্থলে বহু লোকের ভিড় জমে যায়। পুলিশের এই অমানবিক আচরণে নিন্দা জানায় প্রত্যক্ষদর্শীরা।

অল্পতেই বড়সড় দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পায় বাইক চালকসহ বাইকের পেছনে বসে থাকা দুই যুবক। উপস্থিত জনগণের রোশনাল থেকে নিজেদের বাঁচাতে পুলিশ আহত যুবককে নিজেদের গাড়িতে করেই ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা উদ্দেশ্য নিয়ে যায়।

তবে মোবাইল চেকিং এর দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসার সুলেমান রিয়াং জানান পুলিশের তরফ থেকে কাউকে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়নি।

তিনি জানান মোবাইল চেকিং এর সময় একটি বাইকে করে তিন যুবক বিনা হেলমেটে আসছিল, তাদেরকে সিগনাল দেওয়া হলে সেখান থেকে বাইক ঘুরিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলে তখন বাইক ঘুরাতে গিয়ে একাই যুবক বাইক নিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে গোটা এলাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

পুলিশ এবং বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে আটক ১ বাংলাদেশী নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। বিএসএফ এবং কলমচৌড়া থানার পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে যুবককে আটক করা হয়েছে। আটকৃত বাংলাদেশী যুবকের নাম আশরাফুল ইসলাম(১৯), পিতা আব্দুল হোসেন। সে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণ পাড়া থানার অন্তর্গত মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশের কাছে খবর ছিল সিপাহীজলা জেলার রহিমপুর এলাকায় কাউসার মিয়া, পিতা রিপন মিয়ার বাড়িতে এক বাংলাদেশী যুবক রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ এবং বিএসএফ যৌথভাবে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশের যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

পুলিশ এবং বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে তাকে আটক করে তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে আরো তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হায়দ্রাবাদে আরোহন-২০২৪ জাতীয় হোমিওপ্যাথি কনফারেন্সে রাজ্যপাল

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। চিকিৎসা বিজ্ঞানে হোমিওপ্যাথির এক অনন্য ভূমিকা রয়েছে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রায় না থাকার কারণে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। অনেকেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ নিয়ে নিরোগ জীবন যাপন করছেন। আজ হায়দ্রাবাদে দেব হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ এণ্ড হসপিটালে আয়োজিত আরোহন-২০২৪ হোমিওপ্যাথি জাতীয় কনফারেন্সে প্রধান অতিথির ভাষণে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। তিনি বলেন, এখন অনেক জটিল রোগের চিকিৎসাও হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে হচ্ছে। তাই মানুষের কাছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অনেক বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে।

কনফারেন্সে রাজ্যপাল আরও বলেন, শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ নাগরিকদের বিভিন্ন রোগের সমাধান হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে সম্ভব হওয়ায় চিকিৎসার এই মাধ্যম সমাজে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। কনফারেন্সে রাজ্যপাল সমাজের মানুষদের সাহায্যে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার জন্যে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে দেব হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ এণ্ড হসপিটালের অধ্যক্ষ ডা. মারি রামিড্ডি গুরু, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. এল কে নন্দা, ডা. চন্দ্রশেখর রাও, ডা. টি মুরালি, ডা. রাফুল বোরকার, ডা. আর ভি কে মোহন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।